

# মেঘনাদবধ কাব্য।

---

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ ।

কলিকাতা ।

২২ মে গৌর, সন ১২৬৭ সাল ।

## মঙ্গলাচরণ।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আগা,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি বেকপ  
অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং  
স্বদেশীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে  
বেকপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এ  
অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে।  
তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি  
উপস্থাপন করিয়া সাহস পূর্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে  
সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই নোন্দর্য্য-  
বিহীন দেখায় না।

যখন আমি “তিলোত্তমাসম্ভব” নামক কাব্য প্রথম প্রচার  
করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমি-  
চ্চাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক ;  
কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই  
নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত  
হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্ত-  
মার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি  
এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

দাস শ্রী নাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

কলিকাতা।  
১২ সে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল। }

# মেঘনাদবধ কাব্য।

## প্রথম সর্গ।

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চড়াযনি,  
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে  
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিনি,  
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,  
পাঠাইলা যুগে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি  
রাঘবারি? কি কোশলে, রাক্ষসতরঙ্গ  
অজিত মেঘনাদে—অজের জগতে—  
উন্মীলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিতা?  
বন্দি ও চরণঅরবিন্দ, মন্দমত  
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে  
তারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আর্গিরা,  
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)

যবে খরতর শরে, গহন কাননে,  
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধু বিধিলা নিষাদ,  
তেমতি দাগেরে, আসি, দয়াকর সতি ।  
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?

দস্যুহন্তি প্রহৃত পামণ্ড নরাধম  
আছিল যে নর, এবে, তোমার প্রমাদে,  
মৃত্যুঞ্জয়, যথ। মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !  
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকরঃ  
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,  
বিষহৃক্ষ চন্দনহৃক্ষের শোভা ধরে !

মা, এ হেন পুণ্য কি আছে আমার ?  
কিন্তু গুণহীন যে সম্মানগণ মাঝে  
মূঢ়মতি, জননীৰ মেহ তার প্রতি  
সমধিক ! উর তবে, উর, দয়াময়ি  
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররমে ভাসি,  
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া ।  
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরি  
কম্পনা ! কবির চিত্ত ফুলবন মধু  
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন সাহে  
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

কনক আসনে বসে দশানন বলী—  
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবন্ধ যথ।  
তেজঃপুঞ্জ । শতশত পাত্রমিত্র আদি  
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে ।  
ভুতলে অতুল সভা—স্ফটিক গঠিত;  
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানসসরসে

সুরঙ্গ কমলকুল বিকসিত যথা ।  
 শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত শুভ্র সারিসারি  
 ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, কনীত্রে যেমতি,  
 বিস্তারি অমৃতকণা, ধরেন আদরে  
 ( কল্যাণ ) : ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,  
 পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে  
 ( খচিত মুকুলে কুলে ) পল্লবের মালা  
 স্বয়ম্বর গেহে । ক্ষণপ্রভা সম হাসে  
 রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়ন !  
 ঢুলায় ঢামর চাকলোচনা কিঙ্করী ।  
 ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে  
 না পড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে :  
 ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূর্তি,  
 শাশুর শিবির দ্বারে কদম্বধর যথা  
 শূলপাণি ! মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ,  
 পরিমলময় বায়ু, রঞ্জে সঞ্জে আনি  
 কাকলী লহরী, আহা, মনোহর যথা  
 ( কাকলী ) পরলহরী গোকুল বিপিনে !  
 কিছার ইহার কাছে, হে দানবপতি  
 মন, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা  
 স্বয়ম্বর গড়িলা তুমি তুষ্টিতে পৌরবে ?  
 এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,  
 পুত্রশোক বাক্যহীন ! ঝর ঝর ঝরে  
 অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসন ;  
 ( কাকলী ) তব, সরস শরীরে তীক্ষ্ণশর  
 বাজিলে, কাঁদে নীরবে । করষোড় করি,

দাঁড়ায় সম্মুখে তন্নদূত, ধূষরিত  
 ধূলায়, শোণিতে আজ সর্ব্ব কলেবর ।  
 বীরবাহু সহ যত লোধ শতশত  
 ভাসিল রণমাগরে, তা সবার মাঝে  
 এক মাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তাস  
 আঁসিল সকলে, রক্ষা করিল রামসে—  
 নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম ।  
 এ দূতের মুখে শুনি সূতের নিধান,  
 হায়, শোকাবুল আজি রাজকুলমণি  
 নৈকষেয় ! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে ।

মেঘনাদবধ কাব্যে, দাঁড়, ঘন আবরিলে  
 দিননাথে ! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,  
 বিবাদে নিশার ছাড়ি, বহিল রাবণ—  
 “ নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,  
 রে দূত ! অমরবন্দ যার ভুজবলে  
 কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব তিথারী  
 বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া,  
 কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুণের ?  
 হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি !  
 কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধন ?  
 কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দাক্ষণ বিধি,  
 হরিলি এ ধন তুই ? হায়রে, কেমনে  
 সহি এ ঘটনা আমি ? কে আর রাখিবে  
 এ বিপুল কুল মান একাল সমরে !  
 বনের মাঝারে যথা শাখাদলে ভাগে  
 একে একে কাটুরিয়া কাটী, অবশেষে

নাশে রক্ষ, হে বিধাতঃ, এ ছরস্তু রিপু  
 তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে  
 নিরস্তর! সমূলে নির্মূল হব আমি  
 এর শরে; তা না হলে, মরিত কি কভু  
 শূলী শস্ত্রসম তাই দুষ্টকর্ণ মম,  
 অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—  
 রাক্ষসকুল রক্ষণ? হায়, স্পর্শনা,  
 কি কক্ষণে নেথোছিনি, তুইরে অভাগী,  
 কাল পঞ্চবটী মনে কালকূটে ভরা  
 এ ভুজগ? কি কক্ষণে (তোর দুঃখ দুঃখী)  
 পাবকশিখা রূপিণী জানকীরে আমি  
 তানিনু এ টেমগেহে? হায়, ইচ্ছাকরে,  
 ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে  
 প্রাণি, এ মনের দ্বালা জুড়াই বিরলে!  
 কুমুদদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে  
 উজ্জলিত নাট্যশালাসম রে আছিল  
 এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে  
 লুপ্ত হইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;  
 নীরব ররাঁব, বীণা, মুরজ, মুরলী;  
 এবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?  
 কাঁচের বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিল। আক্ষেপে রাক্ষস-  
 কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা  
 হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে  
 গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে  
 হত যত প্রিয়পুত্র কুশকেন্দ্র রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (মচিবশ্রেষ্ঠ বৃধঃ)  
 কৃতাজ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিল।  
 নতভাবে ;—“ হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,  
 রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !  
 তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য কার আছে  
 এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ মনে মনে,—  
 অভভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে  
 বজ্রাঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে  
 গে পীড়নে । বিশেষতঃ, এ ভবমণ্ডল  
~~নায়াময়, যথা এর দুঃখ, সুখ মত ।~~

মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন । ”

উত্তর করিল। তবে লক্ষ্মী অধিপতি ;—  
 “ না কহিলে সত্য, ও হে অমাত্যপ্রধান  
 সারণ ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল  
 নায়াময়, যথা এর দুঃখ, সুখ মত ।  
 কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ  
 অবোধ । হৃদয়বস্ত্রে ফুটে বে কুমুম,  
 তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়  
 ভাবে শোক মাগরে, মৃণাল যথা জলে,  
 যবে কুললয়ধন লয় কেহ হরি । ”

এতেক কহিয়া রাজা, দূতপানে চাহি,  
 আদেশিল।— “ কহ, দূত, কেমনে পাড়িল  
 সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী ? ”

প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করষুগ যুড়ি,  
 আরম্ভিল। ভয়দূত ;—“ হায়, লক্ষ্মীপতি,  
 কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?



কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—  
 হৃদকল করী যথা পশে নলবনে,  
 পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে  
 ধনুর্দ্ধর । এখনও কাঁপে হিয়া মম  
 থরথরি, অরিলে সে দৈত্যবল্লভার !  
 শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জন ;  
 সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি  
 ক্ষত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-  
 পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি জিভুবনে,  
 এ হেন ঘোর ঘর্ষর কোদণ্ড-টঙ্কারে !  
 কভু নাহি দেখি শর হেন ভরস্কর !—  
 পশিলা বীরেন্দ্রবন্দ বীরবাহু সহ  
 রণে, যথনাথ সহ গজযুথ যথা ।  
 ঘনু ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—  
 মেগদল আসি ঘেন আবরিলা কম্বি  
 গগণ ; বিজ্ঞাতমালা সম চকমকি  
 উড়িল কলস্কুল অশ্বর প্রদেশে  
 শনশনে !—থন্য শিগা বীর বীরবাহু !  
 কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?

“এই রূপে যুঝিল শশ্বররিপুরুণী  
 পুত্র তব, হে রাজন্ । কতক্ষণ পরে,  
 যুদ্ধে প্রবেশিলা আসি নরেন্দ্র রাঘব ।  
 কনক মুকুট শিরে, করে ভীমধনু,  
 বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে  
 অচিত, ”—এতক কহি, নীরবে কাঁদিল  
 ভয়দূত, কাঁদে যথা বিলাপী, অরিয়া

পূর্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিল সকলে ।

অশ্রুস্রব অঁাখি পুনঃ কহিলা রাবণ,  
মনোদরীমনোহর;—“কহ, রে সন্দেশ-  
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা  
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?”

“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরস্তিল  
ভগ্নদূত, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,  
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?  
যথা অগ্নিময়চক্ষু হর্যাক্ষ দুর্জয়,  
কড়মুদ্রি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি  
রবশঙ্ক্রে, রামচন্দ্র তাক্রমিলা রোষে  
কুমারে! চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ  
উথলিল, সিক্ত যথা বৃন্দি বায়ু সহ  
নির্ঘোষে! ভাঙিল অসি অগ্নিশিখাসম  
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে  
অমৃত! নাদিল কনু অনুরাশি রবে!—  
আর কি কহিব, দেব? পূর্বজন্মদোষে,  
একাকী ঝাটিনু আমি! হার রে বিধাতঃ,  
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?  
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,  
হৈমলকা অলকার বীরবাহু সহ  
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।  
ক্ষত বক্ষস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,  
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অন্তলেখা।

এতেক কহিয়া শুক ইইল রাক্ষস  
মনস্তাপে। ইহাবে বিবাদে লক্ষ্যপতি

কহিলা; “সাবাসি, দূত! তোর কথা। শুনি,  
কোন বীরহিয়া নাহি চাহেরে পশিতে  
সংগ্রামে? ডমকধনি শুনি কালফণী,  
কভু কি অলস ভাবে নিবাসে বিবরে?  
ধন্য লক্ষা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সব—  
চল যাই, দেখি, ওহে সত্যসদৃশ জন,  
কেমনে পড়েছে রণে বীর চুড়াগনি  
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়ন।”

উঠিলা রাক্ষসপতি গ্রামাদ শিখরে,  
কনক উদয়াচলে সেন দিনমণি  
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-  
সৌধ-কিরীটিনী লক্ষা—মনোহর। পুরী!—  
হেমহর্ষা সারিসারি পুষ্পবন মাঝে;  
কমলআলয় সরঃ; উৎসরজঃ ছটা;  
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষুবিনোদন  
যুবতীর্যোবন যথা; হীরচুড়াশিরঃ  
দেবগহ; বিপণি, রঞ্জিত নানা রাগে,  
বিবিধ রতন পূর্ণ; এ জগত যেন  
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,  
রেখেছে, রে চাকলক্ষা, তোর পদতলে,  
জগতবাসিন। তুই, সুখের সদন।

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—  
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,  
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা  
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার  
(কঙ্ক এবে) হেরিলা বদেহীহর; তথা

জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক  
 অগণ্য । দেখিলা রাজা, নগর বাহিরে,  
 রিপুল্লন্দ, বালিল্লন্দ সিদ্ধুতীরে যথা,  
 কিম্বা নক্ষত্রমণ্ডল আকাশ মণ্ডলে ।  
 থানা দিয়া পূর্বদ্বারে. দুর্ব্বার সংগ্রামে,  
 বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে  
 অঙ্গদ, কন্যাসম নববলে বলী :  
 কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঙ্কু  
 ভূষিত, হীমান্তে অহি ভ্রমে উল্লফণা—  
 ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লালি অবলেপে !  
 উত্তর দুয়ারে রাজা স্ত্রীপতি আপনি  
 বীরসিংহ । দাশরাথ পশ্চিম দুয়ারে—  
 হায়রে, বিগ্ন এবে জানকী বিহনে,  
 কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন  
 শশী ! মন্ডে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র জন,  
 গিতবর বিভীষণ । শত প্রসরণে,  
 বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লক্ষাপুরী,  
 যথা ঘোর কাননে, কিরাতদল মিলি,  
 বেড়ে জালে মাঝখানে কেশরীকামিনী,—  
 নয়নরমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা  
 ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষসপতি  
 রণক্ষেত্র । শকুনী, গণ্ধমী, শিবাকুল,  
 কৃষ্ণ, পিণ্ডদল ফেরে কোলাহুলে ।  
 কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;  
 পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে  
 সমলোভী জীব ; কেহ, গরজি উল্লাসে,

নাশে ক্ষুধাঅগ্নি কেহ ; শোষে রক্তস্রোতঃ !  
 পড়েছে কুঞ্জর পুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;  
 বাড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !  
 চূর্ণরথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,  
 রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি  
 একত্রে ! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনু,  
 তৃণ, শর, পরশু, যুদ্ধার, ভিন্দিপাল  
 স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীপক,  
 আর বীর আভরণ, মহাতেজস্কর ।  
 পড়িয়াছে যক্ষীদল বান্দ্রদল মাঝে ।  
 টৈমধ্বজ দণ্ডহাতে, ঘম দণ্ডাঘাতে,  
 পড়িয়াছে ধ্বজবহ । হায়রে, সেমতি  
 স্বর্ণচূড় শয্যা, ক্লষীবলবলে ক্ষত,  
 পড়ে ক্ষেত্রে . পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,  
 রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !  
 পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি.  
 চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল মথা  
 হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গন্ধড়  
 ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,  
 এড়িলা একাঙ্গীবাণ বক্ষিতে কৌরবে ।  
~~মহাকালকে~~ শোকাকুল কহিল রাবণ ;—  
 “যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার  
 প্রিয়তম, বীরকুল গাদ এ শয়নে  
 সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,  
 জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?  
 যে ডরে, তীক সে মূঢ় ; শতধিক্ তায়ে :

তবু, বৎস, মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয়,  
কোঁমল সে ফুল সম । এবজু আঘাতে,  
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,  
গিনি অন্তর্যামী : আমি কহিতে অক্ষম ।  
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;  
কিন্তু, দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি  
হও কি হে সুখী ? পিতা পুত্রছুখে ছুঃখী—  
তুমি হে জগতপিতা, এ কি রীতি তব ?  
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র কেশরী !  
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”

এই রূপে আক্ষেপিয়। রাক্ষস ঈশ্বর  
রাবণ, কিরণে জাঁখি, দেখিলেন দূরে  
মাগর—হস্তরোমর । মেঘক্ৰোধী সেন  
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, ঝাঁপা  
দুঢ় ঝাঁপে । দুই পাশে তরঙ্গ নিচয়,  
ফেণ দয়, ফণাময় যথা ফণীবর,  
উথলিছে নিরন্তর গজীর নিৰ্বোধে ।  
অপূৰ্ব বন্ধন সেতু, রাজপথসম  
প্রশান্ত : বহিছে জনশ্রোতঃ কলরবে,  
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে ।

অতিমানো মহামানী বীরকুলধ্বজ  
রাবণ, কহিল। বলী সিদ্ধ পানে চাহিয়া—  
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,  
প্রচেষ্টা ! হা ধিক্, ওহে জলদল পতি !  
এই কি মাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজ্ঞেয়  
তুমি ? হায়, এই কিং হে তোমার ভূষণ,

রত্নাকর? কোন গুণে, কহ, দেব, শুনি,

• কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমাংরে?

প্রভঞ্জন ঈবরী তুমি; প্রভঞ্জন সম

ভীমপরাক্রম! কহ, এ নিগড় তবে

পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে

শৃঙ্খলিয়া মাছুকর, খেলে তারে লয়ে;

কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে

বীতংসে? এই সে লক্ষ্য, টেহমবতী পুরী,

শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাধ্বস্বামি,

কৌমুভ রতন যথা মাপব উরসে,

কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?

উঠ, বলি: নীরবলে ভাঙি এ জাঙাল,

দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ ছালা,

ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপা।

রেখে। না গো! তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,

হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”

এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ

আমিয়া বসিল। পুনঃ কনক আসনে

সভাতলে; নীরবে বসিল। মহামতি

শৌকাকুল; পাত্রমিত্র, সভাসদ আদি

বসিল সকলে, হায়, বিষন্নবদনে।

~~হেন কালে মহাভারত চারিদিকে~~

মৃদু রোদন নিনাদ; তা সহ মিশিয়া

ভাসিল নৃপুংস্বনি, কিঙ্কিনীর বোল

ঘোর রোলে। হেমাদ্রী সঙ্গিনীদল সাথে,

প্রবেশিল। সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা।

আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !  
 আভরণ হীন দেহ, হিমালীতে যথা  
 কুসুমরতন হীন বনমুশোভিনী  
 লতা ! অশ্রময় অঁথি, নিশার শিশির  
 পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে  
 বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,  
 যবে এসে কালকণী কুলায়ে পশিয়।  
 শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভায় !  
 সুর সন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে  
 বামাবল ; যুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন  
 নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রুবারি ধারা  
 আসার ; জীমূতমস্ত্র হাহাকার রব !  
 চমকিলা লক্ষাপতি কনক আমনে ।  
 ফেলিল চামর দূরে তিত্তি নেত্রনীরে  
 কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;  
 ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিক্ষেপিল। অসি  
 ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ যত,  
 অধীর, কাঁদিল। মবে ঘোর কোলাহলে ।

কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিল। মহিষী  
 চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—  
 “এইটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি  
 রূপায় ; দীন আমি থুয়েছি ~~তাহার~~  
 রক্ষাহেতু তব বাছে, রক্ষকুলমণি,  
 তব কোটে রাখে শাবক যেমতি  
 পাখী । কহ, কোথা তুমি দেখেছ তাহারে,  
 লক্ষানাথ ? কোথা মম অমূলরতন ?



দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি  
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,  
কান্দালিনী আমি, বাজা, আমার সে ধন?”

উত্তর করিলো তাঁবে দশানন বলী :—

“এ রূথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেনে দেহ মোরে?  
গ্রহনোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?  
হায়, বিধিবশে, দেবি, মহি এ মাতন।  
আমি . বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুত্রী,  
দেখ বীরশূনা এবে, নিদায়ে তেমতি  
ফুলশূন্য বনস্তলী, জলশূন্য নদী।  
বাকইর বরজে সজাক পশি যথা  
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথারাজ  
মজাইছে লক্ষ্য মোর! আপনি জলধি  
পরেছে শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!  
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,  
শত পুত্রশোকে বুক ফাটিছে আমার  
দিবানিশি! হায়, দেবি যথ বনে বায়ু  
প্রবল, শীমূলশিখী ফুটাইলে বলে,  
উড়ি যায় তুলারশি, এ বিপুল কুল-  
শেখর রাঙ্গম যত পড়িছে তেমতি  
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু  
বিনাশিতে লীলা ~~দেখি~~ তোমারে!”

নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে  
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,  
কান্দিলো,—বিহ্বলা, আহ, সুরি পুত্রবরে।  
কহিতে লাগিলো পুনঃ দাশরথি-অরি;—

“এ বিলাপ কঁচু, দেবি, সাজে কি তোমায়ে?

দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব

গেছে চলি স্বর্ণপুরে; বীরমাতা তুমি;

বীরকর্মে হত পুত্র হেতু কি উদ্ভিত

ক্রন্দন? উজ্জল আজি এ বংশী আনার

তব পুত্র পরাক্রমে; তবে কেন তুমি

কাঁদ, হে বিধুবদনে, তিত অক্রন্দারে?”

চিস্তর করিলা তবে চাকনেত্রা দেবী

চিহ্নাজ্ঞদা;—“দেশবৈরী নামে যে সমরে,

শুভফলে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি

হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবর্তী।

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লক্ষ্য তব;

কোথা সে অমোধ্যাশুরী? কিমের কারণে,

কোন লোভে, কহ, রাজ্য, এসেছে এ দেশে

রাঘব? এ স্বর্ণলক্ষ্য দেবেত্তর বাঞ্ছিত,

অতুল ভরমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে

রজত প্রাচীর সম শোভে জ্বলনিধি।

অনোছি সরস্বতীরে বসতি তাহার—

ক্ষুদ্রনর। তব চৈতন্যসিংহাসন আশে

যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া

কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু

কেন তারে বল, বলি? কাকৈদীর সদী

নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি

কেহ, উদ্ধৃফণা ফণী দংশে প্রহারকে।

কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বলিয়াছে আজি

লক্ষ্যপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে,

যজালে রাক্ষসকুল, মজিল আপনি!

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,  
চিত্রাঙ্গদা, কঁদি সঙ্কে মঙ্গীদল লরে,  
চলি গেলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,  
তাজিয়া কনকাসন, উঠিলা গার্জিয়া  
রাগবারি। “এত দিনে” কহিনো ভুপতি।

“বীরশূন্য লক্ষা মম! এ কাল সময়ে,  
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে  
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।  
সাজ হে বীরেন্দ্রবন্দ, লঙ্কার ভূষণ!  
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুবলমণি!

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!”

এতেক কহিল। যদি নিকষানন্দন

শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল হুন্দুতি  
গভীর জীমূতমস্ত্রে। সে তৈরব রবে,  
সাজিল করু রহন্দ বীরমদে মাতি,  
সেই সময় বর জাগ। বাহিরিল বেগে  
বারী হতে (বারিশ্রোতঃসম পরাক্রমে  
দুর্বার) বারণযুথ; মন্দুরা তাজিয়া  
বাজিরাজী, বক্রাশীব, চিবাঁইয়া রোষে  
আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,  
বিভায় পুরিয়া পুরী। পদাশিক বৃজ,  
কনক শিরস্ক শিরে, ভাষ্যর পিণানে  
অনিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,  
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী বধা,  
আরগী আরত দেহ, আইল কাতারে।

আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে  
 বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী কুমার,  
 ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী  
 পরশু,—উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে  
 যথা বনস্থলে যবে পশে দারানল ।  
 রক্ষা কুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী  
 মেলিল কেতনবর, রতনে খচিত,  
 বিস্তারিয়া পাখা সেন উড়িল গরুড়  
 অহরে । বাজিল চারিদিকে ঘোর যোনে  
 রণবাদ্য, হুহুদাহ হেমিল উল্লাসে,  
 গরজিল গজ, শংখ নাদিল ভৈরবে;  
 কোদণ্ড টং ফার সহ অমির ঝঞ্ঝাণি  
 ভয়ঙ্কর । রাজাদেশে মাজিল রাক্ষস ।

টলিল কনকলঙ্কা বীরপদ ভরে;—  
 গজ্জিল বারীশ রোষে ! যথা জলতলে  
 কনক পক্ষজ বনে, প্রবাল আমনে,  
 বাকণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া  
 কবরী বাধিতেছিল, পশিল মে স্থলে  
 আরাব ; চমকি মতী চাহিল চৌদিকে ।  
 কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সস্তাষি  
 মধুস্বরে;— “ কি কারণে, কহ, শো সুজন্মি,  
 সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?  
 দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তাময়ী  
 গৃহচূড়া । পুনঃ বুঝি হুট বায়ুকুল  
 যুঝিতে তরঙ্গচয় সঙ্গে দিলা দেখা ।  
 ধিক্ দেব প্রভঞ্নে ! কেমনে তুলিলা

আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে  
বায়ুপতি ? দেবেজের সভায় তাঁহারে  
সাধিনু সে দিন আমি বাধিতে শৃঙ্খলে  
বায়ুরন্দ ; কারাগারে বোধিতে সবারে ।  
হামিয়া কহিল। দেব :—অনুমতি দেহ,  
জলেশ্বর, তবঙ্গিণী বিমল সলিলা  
আছে গত ভুবতলে কিঙ্করী তামারি,

তা সবার সহ আমি বিহারি গতত,—  
তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজনি,  
সায় তাহে দিনু আমি । তবে কেন আজি,  
আইলা পবন মোরে দিতে এ বাতনা ? ”

উত্তর করিল। সখী কল কল রবে ;—

“রুখা গঞ্জ প্রভঞ্নে, বারীজমহিষি,  
তুমি । এত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে  
সাজিছে রাবণ রাজ্য স্বর্ণ লঙ্কাধামে,  
সাধবিত্তে রাবণের বীরগর্ভ রণে । ”

কহিল। রুখা গঞ্জ গুনঃ ;—“সত্য, লো স্বজনি,  
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ।

রুক্মকুল রাজলক্ষী মম প্রিয়তমা  
সখী । যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,

নিতে লালসা মোর রণের বারতা ।  
এই স্বর্ণ কমলটি দিও কমলারে ।

কহিও যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি  
বাধিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে,  
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,  
অঁধারি জলধি গৃহ, গিয়াছেন চলি । ”

উঠিল। মুরগী সখী, বাকণী আদেশে,  
 জলতল হতে, যথা উঠয়ে চটুল।  
 সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ কান্তি ছটা—  
 বিভ্রম বিভাবসুরে । উতরিল। দূতী  
 যথায় কমললয়ে, কমল আসনে,  
 বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা  
 লক্ষাপুরে । সন্ধ্যাকাল দাঁড়ায়ে ছুয়ারে,  
 জুড়াইল। অশ্বি সখী, দখিয়া সম্মুখে,  
 যে রূপমাধুরী মোহে মদমোহনে ।  
 বহিছে বাসস্তানিল—চিরঅনুচর—  
 দেবীর কমলপদ পরিমল আশে  
 স্নস্নসনে । কুসুম রাশি শোভিছে চৌদিকে,  
 ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজি যথা ।  
 শত স্বর্ণধূপদানে পুড়িছে অগুরু,  
 গন্ধরস, গন্ধানোদে আনোদি দেউল ।  
 শত স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার—  
 বিবিধ উপকরণ । স্বর্ণদীপ শত  
 দীপিছে, সুরতি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,  
 খদ্যোতিকা দ্যোতি যথা শশীকলা করে !  
 ফিরায়ে বদন, ইন্দুবদন। ইন্দুর।  
 বসেন বিষাদে দেবী, বসেন মেমতি—  
 বিজয়াদশমী যবে বিরহের সাথে  
 প্রভাতয়ে গোড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা !  
 করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা  
 তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে ;—  
 পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে ?

প্রবেশিলা অন্নগতি মন্দিরে সুন্দরী  
 যুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে  
 প্রণমিলা নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—  
 রক্ষকুলরাজলক্ষী—কহিতে লাগিলা।

“কি কারণে হেথ! আজি, কহ লো যুরলে,  
 গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,  
 প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি  
 তাঁর কথা! হিনু যবে তাঁহার আলয়ে,  
 কত যে ফরলা রূপা মোর প্রতিগতি  
 বাকনী, কহু কি আমি পারি তা ভুলিতে?  
 রমার আশার বাস মামন উরমে;—  
 হেন হরি হারা হয়ে বাচিল যে রমা,  
 সে কেনন বাকণীর হেহোঁষধগুণে!  
 ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম  
 বারীন্দ্রাণী?” উত্তরিলা যুরলা রূপসী;—  
 “সারাপদে জলতলে বসেন বাকণী।  
 বৈদেহীর হেতু মম রাবণে বিগ্রহ;  
 শুমিতে লালসা তাঁর রণের ধারতা।  
 এই যে পদ্মটী, সতি, ফুটেছিল স্নেহে  
 সেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;  
 তেঁই পাশীপ্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,  
 বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—“হায়, লো স্বজন,  
 দিন দিন হীনবীৰ্য্য রাবণ দুৰ্ম্মতি,  
 যাদঃপতিরোধঃ যথা চল্লোমি আঘাতে!  
 শুনি চমকিবে তুমি। কুন্তকর্ণবলী

ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা  
 ভূধর, পড়েছে সহ সত্যিকায় রথী ।  
 আর মত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম ।  
 মরিয়াছে বীরবাহু—বীরচূড়ামণি ।  
 ওই যে ব্রহ্মনন্দনি শুনিল, মুরলে,  
 অন্ধপুরে, চিত্রানন্দ। কাদে পুত্রশোক  
 দিকলা । চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী ।  
 বিদরে হৃদয় নম শূনি দিবানিশি  
 প্রমদাকুলরোদন ! প্রতিগৃহে কাদে  
 পুত্রহীনা মাতা, দুতি, পতিহীন, মতী :

সুধলা, মুরলা : “কহ, শূনি, মহাদেবি,  
 কোনদীর আজি পুনঃ মাজিছে যুঝিতে  
 বীরদর্পে ?” উত্তরিল মাধব-রমণী :—  
 “না জানি কে মাজে আজি । চল, লো মুরলে,  
 বাহিরিয়া দেখি মেরা কে যায় সমরে ?”

এতক করিয়া রমা মুরলার সহ,  
 রণঃকুলবাল রূপে, বাহিরিলা দৌড়ে  
 ছুকুল-বগনা । কণ্ঠগু মধুবোলে  
 বাজিল কিকিনী, করে সুবর্ণ কঙ্কন,  
 নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কুব কটিদেশে ।  
 দেউল দুয়ারে দৌহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,  
 কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,  
 সাগরতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে  
 দ্রুতগামী । ধায় রথ, ঘুরয়ে দ্বর্ঘরে  
 চক্রনেমি । দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে ।  
 অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে



দন্তী, আমালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা  
কাল দণ্ড। বাজে বাদ্য গভীর নিক্ষেপে।

উড়ে কেতু, রতনে খচিত, শত শত  
তেজস্কর। দুইপাশে, হৈম নিকেতন-  
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী  
লঙ্কাদধু বরিষয়ে কুম্ভম আমার,  
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিল। যুরলা,  
হুজি ইন্দিবর, ইন্দু বদনের গানে;—

“ত্রিদিব বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে  
ভাজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,  
স্বরীশ্বর, সুরবলদল সঙ্গে করি,  
প্রবেশিল। লঙ্কাপুরে। কহ, রূপাময়ি,  
রূপাকরি কহ শুনি, কোম কোম রথী  
রণহেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?”

কহিল। কমলা মতী কালনয়না;—  
হায়, মখি, বীরশূন্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী!  
ইহা রথীকলই আছিল যাহারা,  
দেব দৈত্য নর ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়  
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!  
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণচূড়বথে,  
ইহা মূর্তি, বিভূপাক্ষ রক্ষঃদল পতি,  
প্রক্ষেপনধারী বীর, দুর্বার সমরে।  
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমী, বলে  
রিপুকুল কাল বলী, তিন্দিপালপাণি!  
অশ্বারোহী দেখ ওই তালব্রহ্মাকৃতি  
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা

মুর-অরি! রণমদে মত্ত, ওই দেখ  
 প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম  
 কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?  
 শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,  
 যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে  
 বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীকহবাহ  
 পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ।”

সুধিলা মুরলা দূতী; “কহ, দেবীশ্বরী,  
 কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী  
 ইন্দ্রজিত্—রক্ষঃকুল হর্ম্যক্ষ বিগ্রহে?  
 হত কি নে বলী, সতি, এ কাল সমরে?”

উত্তর করিল। রমা সুচাকহামিনী;—  
 “প্রমোদ উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে কুমার,  
 না জানি বাহুবলেঙ্গ বীরবাহু বলী  
 হত রণে। যাও তুমি বাকণীর পাশে,  
 সুমলে। কহিও তাঁরে এ বৃনকপুরী  
 ত্যজিয়া, নৈকুণ্ঠ-ধামে স্বরা যাব আমি।  
 নিজদোবে মজে রাজা লঙ্কাঅধিপতি।  
 হায়, বরিবার কালে বিমল সলিল।  
 সরসী, সমল। যথা কর্দম উল্লাসে,  
 পাপেপূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে  
 আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,  
 প্রবাল আগনে যথা বসেন বাকণী  
 মুক্তাময় নিকেতনে। এখাই আমি যথা  
 ইন্দ্রজিত্, আমি তাঁরে স্বর্ণলঙ্কা ধামে।  
 প্রাক্তনের ফল স্বরা কলিবে এ পুরে।”

প্রণতিদেবীর পদে, বিদায় হইয়া,  
 উঠিল। গবন-পথে মুরলী রূপসী  
 দূতী, যথা শিশুগুণী, আখণ্ডল-ধনু-  
 বিবিধ-রতনকাস্তি-আভায় রঞ্জিয়া  
 নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে।

উত্তরি জলধিকূলে, পশিলা সুন্দরী  
 নীল অম্বুরাশি। হেথা কেশব-বাসন।  
 পদ্মাঙ্গী, চলিলা রক্ষঃকুললক্ষ্মী, দূরে  
 যথায় বাসবতাস বসে বীরমণি  
 মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইনিরা।

কতক্ষণে উত্তরিলা ক্ষণীকেশপ্রিয়া,  
 সুকেশিনী, যথা বসে চিররণজয়ী  
 ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম সম পরী,—  
 অলিন্দে সুন্দর হৈমবয় শুভ্রাবলী  
 হীরাচূড়; চারিদিকে রমা বনরাজী  
 নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে  
 কোকিল; ভ্রমরদল লমিছে গুঞ্জরি;  
 বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;  
 বহিছে বাসস্তানিল; ঝরিছে ঝঝরে  
 নিঝর। প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,  
 পশিলা সুবর্ণদ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে  
 ভীমরূপী বামারুন্দ, শরাসন করে।  
 ছলিছে নিষঙ্গ সঙ্কে বেণী পৃষ্ঠদেশে।  
 বিজলীর ঝালা সম, বেণীর মাঝারে,  
 রত্নরাজী, তুণে শর মণিময় ফণী!  
 উচ্চুচুগোপরি সুবর্ণ কবচ,

মহানুর ; কিম্বা যথা মহানুরূপী  
 কিরীটী, বিরটিপুত্র সহ, উদ্ধারিতে  
 গোপন, সাজিল। শূর শমীরক্ষমূলে ।  
 মেঘবর্গরথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;  
 স্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে  
 আশুগতি । রথে চড়ে বীরচূড়ামণি  
 বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,  
 ধরি পতিকরযুগ ( হায়রে, সেমতি  
 হেমলতা ) আলিঙ্গয়ে তরুকুলেশ্বরে )  
 কহিল। কাঁদিয়া ধনী ; “কোথা, প্রাণসংগে,  
 রাখি এ দাসীরে কহ, চলিল। আপনি?  
 কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার দিগছে  
 এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,  
 নীল বাধিলে মাধে করিপদ, যদি  
 তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ  
 যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে  
 সূতনাথ ! তবে কেন তুমি, গুণনিধি,  
 ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ? ” হাসি উত্তরিল।  
 মেঘনাদ, “ ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, পতি,  
 বেঁধেছ যে দৃঢ়বাঁধে, কে পারে খুলিতে  
 সে বাধ ? স্বরায় আমি আসিব কিরিয়া,  
 কল্যাণি, সনরে নাশি তোমার কল্যাণে  
 রাখবে । বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি । ”<sup>৭</sup>

উঠিল পবনপথে, ঘোরতর রবে,  
 রথবর, টেঁহমপাখা বিস্তারিয়া যেন  
 উড়িল। টৈনাকশৈল, উজ্জলি অধর ।

শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, ট্কারিলা ধনু  
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে  
তৈরবঃ—কাঁপিল লক্ষা, কাঁপিল জলধি।

সাজিছে রাবণরাজা, বীরমদে মাতি;—  
বাজিছে রণবাজনা, গরজিছে গজ;  
হেবে অশ্ব; হুকারিছে পদাতিক, রথী;  
উড়িছে কৌশিকধ্বজ; উঠিছে আকাশে  
কাঞ্চন কঙ্কর বিভা। হেন কালে তথা  
ঋতগতি উতরিল মেঘনাদ রথী।

নাদিল কর্করুদল হেরি বীরবরে  
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,  
করমোড়ে কহিলা; “হে রক্ষঃকুলপতি,  
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ  
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি  
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল  
করিব পামরে আজি। যোর শরানলে  
করি ভস্ম, বায়ুঅস্ত্রে উড়াইব তারে;  
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজ্যপদে।”

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শির, মৃদুস্বরে  
উত্তর করিলা তবে নিকষানন্দন;—  
“রাক্ষসকুলশেখর তুমি, বৎস; তুমি  
রাক্ষসকুলভরমা! এ কাল সমরে,  
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা  
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রীতি!  
কে কবে শুনেছে, পুত্র, জলে শিলা ভাসে?  
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে?”

উত্তর করিলা তবে অমুরারি রিপু;—  
 “কিছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,  
 রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে  
 তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘৃষিবে জগৎ ।  
 হাসিবে মেঘবাহন ; কষিবেন দেব  
 অগ্নি । দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;  
 আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;  
 দেখিব এ বার বীর ঋচে কি ঐশ্বে ।”

কহিল রাক্ষসপতি ; “কন্তুকর্ণ বলী  
 ভাই মম—তায় আমি জাগানু অকালে  
 ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে  
 ভক্তবর কিম্বা, ভুঙ্গ গিরিশঙ্কর যথা ।  
 বজ্রঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে  
 ইচ্ছা কর, বৎস, আগে পূজ ইচ্ছদেবে,—  
 নিকৃষ্টলা যজ্ঞসাদ্ধ কর, বীরমণি !  
 সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে ।  
 দেখ, অন্তাচলগামী দিননাথ এবে ;  
 প্রভাতে যুগিও, পুত্র, রাঘবের সাথে ।”

এতক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে  
 গন্ধোদক, অস্ত্রধেক করিলা কুমারে ।  
 অমনি বন্দিল বন্দী করি বীণাধনি  
 আনন্দে ; “নয়নে তব, হে রাক্ষসপুত্র,  
 অঙ্গবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;  
 ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,  
 আর রাজআভরণ, হে রাজসুন্দরি,  
 তোমার ! উঠ গো শোক পরিহারি, সতি ।

রক্ষঃকুলরানি ওই উদয় অচলে ।  
 প্রভাত হইল তব দুঃখবিভাবরী !  
 উঠ, রানি, দেখ, ওই ভীমবাককরে  
 কোদণ্ড, টংকাটকৈয়ার বৈজয়ন্ত ধামে  
 গাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল... দেখ তুণ, যাহে  
 পশুপতিভাস অস্ত্র গাণ্ডপত সম !  
 গুণীগণশোষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্রকেশরী,  
 কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাভে !  
 ধন্য রানী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃপতি  
 নৈকবেয় ! ধন্য লক্ষা, বীরধাত্রী তুমি !  
 আকাশস্থহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি ;  
 কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, মাজে অরিন্দম  
 ইন্দ্রজিত্ । ভরাকুল কাপুরু শিবিরে  
 রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃকুল কালি,  
 দণ্ডকঅরণ্যচর ক্ষুদ্রপ্রাণী যত ।”

বাজিল রাক্ষসবাদা, নাদিল রাক্ষস ;—  
 পূরিল কনকলক্ষা জয় জয় রবে ।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধেকাব্যে অভিষেকোন্মাদ  
 প্রথমঃ সর্গঃ ।

## দ্বিতীয় সর্গ ।

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোখুলি,—  
 ললাটে তারারতন । ফুটিল কুমুদ;  
 মুদিল। সরসে অঁখি বিরসবদনা  
 নলিনী; কৃজনি পখী পখিল কুলায়ে;  
 গোষ্ঠগৃহে গাভীহনা ধায় হৃদয় রবে ।  
 আইলা তারাকুমুদা, শশীমহ হাসি,  
 শর্করী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,  
 স্নানেনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,  
 কোন কোন ফুল চুঘি কি ধন পাইলা ।  
 আইলেন নিসাদেবী; ক্রান্ত শিশুকুল  
 জ্বলন্ত ত্রিভুজীড়ে লতয়ে যেমতি  
 বিরাম জলজল, খেচর, ভুচর,  
 দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা ।  
 উতরিল। শশীপ্রিয়া ত্রিদশ আলায়ে ।  
 বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,  
 হৈমমতেন; বামে দেবী পুলোমনন্দিনী  
 চাকনেত্রা । রাজছত্র, মণিময় আভা,  
 শোভিল দেবেশ্রশিরে । রতনে খচিত  
 চাগর, যতনে ধরি, তুলায় কিঙ্করী ।  
 আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন  
 গন্ধমধু বহি রঞ্জে । বাজিল চৌদিকে  
 ত্রিদিব বাদিএ । ছয়রাগ, নৃত্তিমতী  
 ছত্রিশরাগিনী সহ, আসি আরম্ভিলা



সঙ্গীত। উর্বশী, রত্না, সুচাঁকহাসিনী  
 চিত্রলেখা, সুকেশিনী, মিশ্রকেশী, আসি  
 নাচিলা, শিঞ্জিতে রাজি দেবকুল মনঃ!  
 যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণপাতে সুধারস।  
 কেহ বা দেব ওদন; কুরুয়, কন্তুরী,  
 কেশর বহিছে কেহ; চন্দ্রন কেহ বা;  
 সুগন্ধ মন্দারদান গাঁথি আনে কেহ।  
 বৈজয়ন্তধামে সুখে ভাসেন বাসব  
 ত্রিদিবনিবাসী সহ; হেনকালে তথা,  
 রূপের আভায় আলে করি সুরপুর,  
 রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।

সমস্ত মে প্রণমিলা রমার চরণে  
 শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,  
 পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী  
 কহিলা; “হে সুরপতি, কেন যে আইনু  
 তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।”

উত্তরিলা বাসব; “হে বারীজ্ঞানন্দিনি,  
 বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পদযুগ  
 সকলেরি বাঞ্ছা, মাতঃ! যার প্রতি তুমি,  
 রূপাকরি, রূপাদৃষ্টি কর, রূপাময়ি,  
 সফল জনম তার! কোন প্রণাকলে,  
 লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?”

কহিলেন পুনঃ রমা; “বহুকালাবধি  
 আছি আমি. সুরনিধি, স্বর্ণলক্ষাপুরে।  
 বহুবিধ রত্নদানে, বহুযত্ন করি,  
 পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে

বাম তার প্রতি বিধি ! নিজ কর্মদোষে,  
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে  
না পারি ছাড়িতে, দেব । বন্দী যে, দেবেশ্বর,  
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু  
পারে সে বাহির হতে ? যত দিন ঝাচে  
রাবণ, থাকিব আমি ঝাড়া তারু ঘরে ।

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে রত্নবিজয়ি,  
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে ।  
একমাত্র বীর সেই অ'ছে লগ্নাধামে  
এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে ।  
বিক্রমকেশরীশূর আত্মমিবে কালি  
রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতিপদে  
বরিয়াছে দশানন । দেবকুলপ্রিয়  
রাবণ ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ ।  
নিকুস্তিলা সজ্জ সাজ্জ করি, আরস্তিলে  
যুদ্ধ দস্তী মেঘনাদ, বিষমগুরুটে  
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, ক'ইনু তোমারে ।

অজৈয় জগতে মান্দাদরীর নন্দন,  
দেবেশ্বর ! বিহঙ্গকূলে বৈদ্যনাথের যথা  
বলজ্যোষ্ঠ, রক্ষঃকুলশ্রেষ্ঠ গুরমণি ! ”

এতক কহিয়া রমা কোশব-বাসনা  
নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি  
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া স্নমধুর নাদে !  
ছয়রাগ, ছত্রিশ রাগিনী জাদি যত,  
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে  
অকর্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,

মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর ধনি !

কহিলেন স্বরীশ্বর ; “এ পোর বিপদে,  
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাগিবে  
রাগবে? ছুর্কার রণে রাবণ-নন্দন।  
পন্নগঅশনে নাগ নাহি ডরে যত,  
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দস্তোলি,  
রত্নানুব শিরচূর্ণ ঘাহে, বিমুখয়ে  
অস্ত্রবলে নহাবলী; তেঁই এ জগতে  
ইন্দ্রাজিত্ নাম তার। সর্ষশুচীবরে,  
সর্ষজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,  
দাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-মদনে।”

কহিল। উপেন্দ্রপ্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী ;—  
“যাও তবে, স্বরনাথ, যাও দ্বরা করি;  
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাসশিখরে,  
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।  
কহিও সতত কাঁদে বনুন্ধরা সতী,  
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত  
ক্রান্ত এবে। সমূলে নির্মূল না হইলে  
রক্ষঃপতি, রসাতলে যায় ভব তল!  
বড় ভাল বিকপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।  
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি  
আছয়ে সে লক্ষাপুরে! কত যে বিরলে  
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার ভিনি  
কি দোষ দেখিয়া তার, না ভাবেন মনে?  
কোন পিতা ছুহিতারে পতিগৃহ হতে  
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, অদিতিনন্দন!

ত্রাঙ্ককে না পাও যদি অঙ্গিকার পদে  
কহিও এ সব কথা । ”—এতেকু কহিয়া,  
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশীমুখী  
হরিপ্রিয়া । অনন্তরপথে স্নকেশিনী,  
কেশববাসনা দেবী, গেলা নীচগামী,  
সোনার প্রতিমা, মরি ! পড়িলে বিমল  
মলিলে, উজলি জল, ভুবে যথা তলে !

আনিল গাতলি রথ ; চাহি শচীপানে  
কহিলেন শচীকান্ত নিতান্ত মধুর  
বচনে ; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি ।  
পরিমলসুখ সহ বহিলে পবন,  
দ্বিগুণ আদর তার ! মৃণালের কচি  
বিকচ কমলগুণ, শুন লো ললনে । ”  
শুনিয়া পতির বাণী, হাসি নিতম্বিনী,  
ধরিয় পতির কর, আরোহিল রথে ।

স্বর্গ ঠৈমদ্বারে রথ উত্তরিল ত্বর ।  
আপনি খুলিল দ্বার মধুরনিদানে  
অমনি ! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে  
দেবযান ; চমকিয়া জাগিল জগত,  
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে  
উদিল ! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত  
কুজনে ; ফুটিল পদ্ম ; মুদিল কুমুদ ।  
বাসরে কুমেশ্য ত্যজি কুলবধু,  
লজ্জাশীলা, আবরিলা কমলবদন !

মানসসকাশে শোভে কৈলাসশিখর  
আভাসয় ; তার শিরে ভবের ভবন,

শিখিপূজ্জ ছুড়া যেন মাধবের শিরে !  
 কুশ্যামাদ্ধ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণফুলশ্রেণী  
 শোভে তাহে, আহা মরি, পীতধড়া যথা !  
 নির্ঝর ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে—  
 বিশদ চন্দনে গেন চর্চিত সে বপুঃ !

তাজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,  
 প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দভবনে ।  
 রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরী  
 কর্ণামনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;  
 ধরে রাজছত্র জয়া । হায় রে, কেমনে,  
 ভবতবনের কঙ্করী পুষে বিভব-  
 দেধ, হে ভবিক জন, তাবি মনে মনে !

পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে  
 মহেন্দ্র ইন্দ্রাণীসহ । আশীষি অম্বিকণ  
 জিজ্ঞাসিলা ;—“কহ, দেব, কুশল বারতা ;—  
 কি কারণে হেথা আজি তোমা ছুই জন ?”

করযোড়ে আরঙিল দস্তোলি-নিষ্কপী ;—  
 “কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?  
 দেবদ্রোহী লক্ষাপতি, আকুল বিগ্রহে,  
 বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি  
 সেনাপতিপদে ; কালি প্রভাতে কুমার  
 পরম্পর প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে  
 পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে ।  
 অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম ।  
 রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্তধামে,  
 আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা ভগবতী ।

কহিলেন হরিপ্রিয়া, কঁাদে বসুন্ধরা,  
 এ অসহ তার সতী না পারি সহিতে;  
 ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি  
 চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক  
 লক্ষাপুরী। তবপদে এ সংবাদ দেবী  
 আদেশিল নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!  
 দেবকুলপ্রিয় বীর রঘুকুলমণি।

কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন রথী  
 যুঝিবে যে রণভূমে মেঘনাদ নাথে?  
 বিশ্বনাথ! কুশিশে, মা, নিস্তেজে সমবে  
 রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে!  
 কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,  
 দেখ ভাবি। তুমি রূপা ন করিলে, কালি  
 অরাম করিবে ভব ছরন্ত রাবণি!”

উত্তরিল কাত্যায়নী;—“শৈবকুলোত্তম  
 নৈকষেয়; মহান্নেহ করেন জিশূলী  
 তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কছু  
 সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে  
 তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লকার এ গতি।”

কৃতাজ্জলি পুটে পুনঃ কহিল বাসব;—  
 “পরম অধর্ম্যচারী নিশাচরপতি—  
 দেবদ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি,  
 দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন  
 হরে যে দুর্মতি, তব রূপা তার প্রতি  
 কছু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,  
 পিতৃসত্য রক্ষাহেতু, সুখভোগ ত্যজি

পশিল ভিখারীবেশে নিবীড় কাননে।  
 একটি রতনমাত্র আছিল তাহার  
 অমূল্য; যতন কত করিত সে ডারে,  
 কি আর কহিবে দাস? সে রতন, গাতি  
 মারাজাল, হরে ছুট : হায়, মা, স্মরিলে  
 কোপানলৈ দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে  
 বলী রক্ষঃ, তৃণজ্ঞান করে দেবগণে :  
 পরধন, পরদার লোভে সদা লোভী  
 পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)  
 হেন মূঢ়ে দয়' তুমি কর' দয়' ময়ি? ”  
 নীরবিল। ~~দয়' ময়ি~~; কাহিতে লাগিল।  
 বাণীবানী স্মরীস্মরী মধুর স্মরণে;—  
 “ঐবেদেহীর ছুঃখে, দেবি, কার না বিদরে  
 হৃদয়? অশোক বনে বসি দিবানিশি,  
 (কুঞ্জবনসখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)  
 কাদেন রূপসী শোকের! কি মনোবেদনা  
 মাহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,  
 ও রাঙাচরণে, মাতঃ অবিদিত নহে।  
 আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডবে, দেবি,  
 এ পাষণ্ড রক্ষণনাথে? নাশি মেঘনাদে,  
 দেহ ঐবেদেহীরে পুনঃ ঐবেদেহীরঞ্জে;  
 দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জন, শশাকধারিণি!  
 মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,  
 ত্রিদিবঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!”

হাসিয়া কহিল উমা; “স্বাভাবের প্রতি  
 ঘেব তব, জিহ্ব! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী

শচি, তুমি ব্যাঘ্র ইঞ্জাজিতের নিধনে ।  
 দুইজন অনুরোধ করিছ আমারে  
 নাশিতে কনকলঙ্কা । মোর সাধ্য নহে  
 সাধিতে এ কার্য্য । বিরূপাক্ষের রক্ষিত  
 রক্ষকুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,  
 বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?  
 যোগে মগ্ন, দেবরাজ, হৃষিকেশ আজি ।  
 যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়কর,  
 ঘন ঘনানুত, তথা বসেন বিরলে  
 যোগীন্দ্র সিংহাসনে যাবে তাঁহার সমীপে ?  
 পক্ষীন্দ্র গন্ধর্ভ সেথা উড়িতে অক্ষম ! ”

কহিল। বিনত ভাবে আদিত্যনন্দন;—  
 “ তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তিদারিনি  
 জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি  
 ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষকুল, রাখ  
 ত্রিভুবন ; হৃদ্বি কর ধর্ম্মের মহিমা ;  
 হাসো বসুন্ধার ভার ; বসুন্ধরাধর  
 বাসকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাখবে । ”

এইরূপে দৈত্যরিপু স্তুতিলা সতীরে ।  
 হেনকালে সহসা পুরিল গন্ধানোদে  
 পুরী ; শংখ ঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে  
 মঙ্গল নিকণ সহ, মৃদ্ধ যথা যবে  
 দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি !  
 টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে  
 সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশভাবিনী  
 স্মধিলা ; “ লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,



কে কোথা, কি হেতু ঘোরে পূজিছে অকালে?”

মস্ত্রপড়ি, খড়ি পাতি, করিয়া গণনা,

হাসিয়া বিজয়া কহে; “হে নগনন্দিনি,

দাশরথি বথী তোমা পূজে লহাপুরে।

বারি সংঘটিতঘটে, সিন্দুরে অঁকিয়া

—ও সুন্দর পদীশুগ, পূজে রথপতি

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দখিহু গগনে।

অভয় প্রদান তারে করগো, অভয়ে!;

পরম ভকত তব কৌশলানন্দন

রথশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিনি!”

~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~

উদয়ন পুনঃ বিজয়ারে মতী :—

“দেবদম্পতীরে তুমি দেব বথাবিধি,

বিজয়ে! ঘাইব আমি যথা বোঁগাগনে

(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জটি।”

এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদগামিনী

প্রবেশিল চৈত্রগেহে। দেবেজ্ঞ বাসবে,

ত্রিদিবমস্ত্রযীমহ, সস্ত্রাঘি আদরে,

স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।

পাইলা প্রসাদ দৌহে পরম আত্মদে।

শচীর গলায় জয়া হামি দোলাইলা

তারাকারা ফুলমালা, কবরী বন্ধনে

বসাইলা চিরকুচি, চিরবিকচিত

কুসুমরতনরাজী। বাজিল চৌদিকে

যন্ত্রদল, বাঁমাদল গাইলা নাচিয়া।

মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল।

স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুরধনি,  
 হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন !  
 নিজ্জাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলো,  
 ভাবি প্রিয়পদশব্দ শুনিলা ললনা  
 ছুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।  
 উঠিলেন সোণীবৃজ, ভাবি ইচ্ছাশ্রব,  
 বর মাগ বলি, আসি, দরশন দিলা !

প্রবেশি স্ববর্ণগোহে, তবেশ-ভাবিনী  
 ভাবিলো, “কি রূপে আজি ভেটিব মহেশে ?”

~~চিন্তি মতী স্মরিলো রতিরে ।~~

যথায় মম্বথ মাথে, ~~কল্যাণকামিনী~~  
 বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেন সুখে,  
 তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-  
 বায়ুতরঙ্গিণী রূপে, বহিল নিমিষে ।  
 নাচিল রতির হিয়া বীণা তার যথা  
 অঙ্গুলিপরশে! চলি গেলা কামবধু  
 দ্রুতগতি মধুনতী, টেকলাস শিখরে ।  
 হায়রে, নিশান্তে যথা কুটি, মরোজিনী  
 নমে হ্রিবাম্পাতি দূতী উমার চরণে,  
 নমিল, মদনপ্রিয়া হরপ্রিয়া পদে !  
 আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অধিকা;—  
 “সোণাসনে তপে মঘ যোগীন্দ্র; কেমনে,  
 কোন রঙ্গে ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,  
 কহ মোরে, বিধুমুখি? “উত্তরিলো নমি  
 স্নুকেশিনী;—” ধর, দেবি, মোহিনীমূরতি ।  
 দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবধু, আনি

না'না আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী  
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি  
মধুকালে বনস্থলী কুমুমকুন্তলা।”

এতেক কহিয়া রতি, সুরাসিত তেলে

সাজি চুল, বিনা নলা অনোহর বেণী।

যোগাইল, আনি ধনী বিবিধভূষণ,

হীরা, মণি, মুকুতা ঋচিত; আনি দিলা

চন্দন, কেশর সহ কুকুম, কস্তুরী;

কৌষেয় বসন, রত্নসঙ্কলিত আভা।

লাজ্যারসে স্নান স্থানি আঁকিলা হরসে

শশীমুখী ভুবনমোহিনী মৃতি ধরি,

সাজিলা নগেন্দ্রবালা, রসানে মার্জিত

হেমকান্তিসম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।

হেরিল। দর্পণে দেবী ও চন্দ্র আনন;

প্রকুল নবিনী যথ। বিমলমলিলে

নিজ বিকচিতকচি। হাসিয়া কহিনা,

চাহি অরহর প্রিয়া অরপ্রিয়া পানে,—

“ডাক তব প্রাণনাথে।” অমনি ডাকিলা

( পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে! )

মদনে মদনবাণ্য। আইলা ধাইয়া

ফুলধনু, আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,

অদেশ সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া উল্লাসে!

কহিলা ঠেলেশমুতা; “চল মোর মাথে,

হে মম্মথ, যাব আমি যথা লোগীপতি

যোগে মম্ম এবে দেব; চল ত্বরাকরি।

অভয়ার পদতলে মায়া'র নন্দন,

মদন আনন্দময়, উত্তরিল। ভয়ে;—

“হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?

স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!

মৃত দক্ষদোষে হবে দেহ ছাড়ি, সতি,

হিমালির গৃহে জন্ম গহিলা আপনি,

তোমার বিরহশোকে তাজি বিশ্বভার

বিশ্বনাথ, আরস্তিলা ধ্যান; দেবপতি

ইন্দ্র আদেশিল। দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।

কুলধনে গেলু, মা, যথা যম বাসদেব

তপে; ধরি কুলধনঃ, হানিলু কুলধনঃ

কুলধর। যথা সিংহ মহম, আক্রমে

গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জনে,

আসিল। দাসেরে আমি রোষে বিভাবস

বাস মার, ভবেশ্বর। ভবেশ্বর ভানে।

হায়, মা, কত সে জ্বাল। মহিনু, কেমনে

নিবেদি ও রাঙা পায়? হাহ্কার হবে,

ডাকনু বাসদে, চক্রে, পবনে, তপনে;

কেহ না আইল; ভস্ম হইলু সত্তরে।—

ভয়ে ভয়েদ্যাম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—

ক্ষম দাসে, ক্ষেমধরি! এ মম মিনতি”।

আশ্বাসি মদনে, আমি কহিলা শঙ্করী;—

“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,

অনন্দ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!

যে অগ্নি কুলধনে তোমা পাইয়া স্বতেজে

জ্বলাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,

ঐষধের গুণ ধরি, জীবননাশক

বিস যথা ঝাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে।”

প্রণমিয়া কাম তবে তাঁমার চরণে,  
কহিলা; “অভয় দান কর যারে তুমি,  
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?  
কিঙ্ক নিবেদন করি ও কমলপদে,—  
কেমনে মন্দির হতে, নাগেন্দ্রনন্দিনি,  
বাহির হইবা, কহ, এ মোহিনী বেশে?  
মুহূর্ত্তে মতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিয়া  
ও কপমাদুরী, সত্য কহিছু তোমারে।  
হিতে বিপরীত, দেবি, সম্বন্ধে ঘটিবে।  
দ্রোণের ব্রহ্ম হবে মথিয়া সিদ্ধুরে,  
লভিলা অমৃত, তুষ্ট দিতিশ্রুত যত  
বিবাদিল দেব সহ সুরধামনু হেতু।  
মোহিনী মুরতি বরি আইল কেশব।  
ছদ্মবেশী স্বর্গকেশে হেরি নিভুবন,  
কামাঙ্কুল চাহিয়া রহিল তাঁর পানে।  
অধরামৃতআশে ভুলিলা অমৃত  
দেবদৈত্য : নাগদল নমুশিরঃ লাজে,  
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর অংগনি  
আচল হইলা হেরি উচ্চ কুচযুগ।  
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আগে মুখে।  
মলয়া অশ্বরে তাম্র এত শোভা যদি  
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-  
কান্তি কত মনোহর।” অমনি অম্বিকা,  
স্বর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সজ্জিয়া,  
মায়াময়ী, আবরিলা চাক অবয়ব।

হায়রে, নলিনী যেন দিব। অবসানে  
 তাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নিশিখা,  
 ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !  
 কিম্বা সুধাধন মেঘ, চক্রপ্রসরণে,  
 বেড়িলেন দেব শত্রু স্তম্ভাঃ শূন্যে !

হিরদরদ নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া  
 বাহিরিল সুহাসিনী, মেঘারত। যেন  
 উষা ! মাথে মনমথ, হাতে ফুলধনু,  
 পুষ্টেতল। খরতর ফুলশরে ভরা—  
 কণ্টকময় মণালে ফুটিল নলিনী !

টকলামশিখরীশিরে ভীষণ শিখর  
 ভুগুমান, যোগামন নামেতে বিখ্যাত  
 ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবনমোহিনী  
 উত্তরিল। গজগতি । ভামনি চৌদিকে  
 গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ঠৈরব নিনাদী  
 জলদল নীরবিলা, জলকান্ত যথা  
 শান্ত শান্তিসমাগমে : পালাইল দূরে  
 মেঘদল। তমঃ যথা উষার হসনে !  
 দেখিল। সম্মুখে দেবী কপর্দী তপসী,  
 বিভূতি ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,  
 নিমগ্ন তপঃসাগরে, বাহুজ্ঞান হত ।  
 কহিল। মদনে হাসি সূচাক্ষুণ্ডাগিনী ;—  
 “ কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?  
 হান তব ফুলশর ! ” দেবীর আদেশে,  
 ইটুপাতি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনিটংকারি,  
 সম্মোহন শরে শূর ষিখিলা উন্মেষে !

সিহরিল শূলপাণি ! লড়িল মস্তকে  
 জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে  
 ঘোব মড় মড় রণে লড়ে ভূকম্পনে !  
 অদীব হইল। প্রভু ! গরজিল। ভালে  
 চিত্রতানু, ধকধকি উদ্দল জ্বলনে !  
 ভয়াকুল ফলধনু পশিলা অমনি  
 ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশরে নেমতি  
 কেশরীকিশোর ব্রাসে কেশরিণীকোলে,  
 গভীর নিষেধে ঘোষে ঘনদল যবে,  
 বিজলী বালমে অঁখি কালানল তেজে !  
 উন্মীলি নয়ন এবে উঠিল। ধূর্জটি ।  
 মায়াঘনজাবরণ ত্যজিল। গিরিজা ।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিল। হরষে  
 পশুপতি ; “ কেন হেথা একাকিনী দেখি,  
 এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেশজনি ?  
 কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?  
 কোথায় বিজয়া, জয়া ? হাসি উত্তরিল।  
 সুচাকহাসিনী উমা ; “ এ দাসীরে তুলি,  
 হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছি এ বিরলে ;  
 তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন আশে  
 পা ছুখানি । যে রমণী পতিপরায়ণ,  
 সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে ?  
 একাকী প্রত্যাষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী  
 যথা প্রাণকান্ত তার ! ” আদরে ঈশান,  
 ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন আসনে  
 বসাইল। ঈশানীরে । অমনি চৌদিকে

প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ লোভে  
 মাতি গিলীমুখরন্দ আইল ধাইয়া ;  
 বহিল মলয়বায়ু ; গাইল কোকিল ;  
 'নিশার শিশিরে ধৌত কুমুম আসার  
 আচ্ছাদিল শঙ্কবরে ! উমার উরমে  
 ( কি আগ্র আছেরে বাসা মাজে মনসিজে  
 ইহা হতে ? ) কুমুমেশু, বসি কুতূহলে,  
 হানিলা, কুমুমধনু টংকারি, কুমুম-  
 শরজাল, — প্রেমমোদে মাতিলা ত্রিশূলী !  
 লজ্জাবশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,  
 হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু !

মোহন মুরতি ধরি, মোহি মোহিনীয়ে  
 কহিলা হাসিয়া দেব, “ জানি আমি, দেবি,  
 তোমার মনের কথা, — বাসব কি হেতু  
 শচীসহ আসিয়াছে টেকলাস মদনে,  
 কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?  
 পরম ভকত নম নিকষানন্দন :

কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে ছুটিমতি ।  
 বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,  
 মহেশ্বর ! হায়, দেবি, দেব কি মানব,  
 কারেহেন সাধ্য রোধে প্রাণতনের গতি ?  
 পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে ।  
 সম্বরে যাইতে তারে আদেশো, মহেশি,  
 মায়াদেবী নিকেতনে । মায়ার প্রসাদে,  
 বধিবে লক্ষ্মণশূর মেঘনাদ শূরে । ”

চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে



বিহঙ্গমরাজ যথা, মুহূৰ্ম্মুহুঃ চাহি  
 সে সুৰ্বমদন পানে ! ঘন রাশি রাশি,  
 স্বৰ্ণবৰ্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,  
 বরসি প্রসূনাগার—কুমুদ, কমল,  
 মালতী, মেঁউতী, জাতি, পারিজাত আদি  
 মনসমীরণ প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে  
 দেবদেব মহাদেবে সহ মহাদেবী ।

দ্বিরদরদনির্মিত টেঁহময়দ্বারে  
 মাঁড়াইয়া বিধুমুখী মদনমোহিনী,  
 অশ্রুদয় তাঁখি, আহা ! পতির বিহনে !  
 হেনকালে মধুসখা উতরিল তথা ।  
 অমনি পমারি বাহু, উল্লাসে মন্থ  
 আলিঙ্গন পাশে বাধি, তুষিলা ললনে  
 প্রেমালোপে । শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা  
 শিশিরনীরের বিন্দু শতদল দলে,  
 উদয় অচলে তাঁহু দিলে দরশন !  
 পাই প্রাণধনে ধনী মুখে মুখ দিয়া,  
 ( সরস বসন্তকালে মারীশুক যথা )  
 কহিলেন প্রিয়স্বদা ; “বাঁচালে দাগীরে  
 আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন !  
 কত যুগে ভাবিতেছিহু, কহিব কাহারে ?  
 বামদেব নামে, নাথ, মদ্য কাপি আমি,  
 স্মরি পূৰ্ব্ব কথা যত ! দুরন্ত হিংসক  
 শূলপাণি ! ঘেরোন গো আর তাঁর কাছে,  
 মোর কিরে প্রাণেশ্বর ! ” হাসিয়া, হাসিয়া  
 উত্তরিল পঞ্চশর ; “ছায়ার আশ্রমে,

কে কবে ডাক্তরকরে ডরায়, সুন্দরি !

চল এবে যাই যথা দেবকুলপতি । ”

সুবর্ণআসনে যথা বসেন বাসব,  
উতরি মম্বথ তথা, নিবেদিল। নমি  
বার্তা । আরোহিয়া রথে দেবরথীবর  
চলি গেলা ক্রতগতি মায়া'র সদনে ।  
অগ্নিময় তেজ বাজী ধাইল অম্বরে,  
অকম্পশিরচামর ; গম্ভীর নিৰ্ঘোষে  
ঘোষিল রথের চাক্র, চূর্ণি মেঘদলে ।

কতক্ষণে সহস্রাংক উতরিল। বলী  
যথা বিরাজেন মায়া । ত্যজি রথবর,  
সুরকুলরথীবর পশিলা দেউলে ।  
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?  
মৌরথরতরকরজাল সঙ্কলিত

আভাময় আসনে বসেন কুহকিনী  
শঙ্কীশ্বরী । করযোড়ে প্রণমি বাসব  
কহিলা ;—“ আশীষ দানে, বিম্ববিমোহিনি ! ”

আশীষি স্মখিলা দেবী ;—“ কহ, কি কারণে,  
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-গন্দন ? ”

উত্তরিল। দেবপতি ;—“ মহেশ আদেশে,  
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে ।  
কহ দাসে কি কোশলে নৌমিত্রি জিনিবে  
দশানন পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে  
( কহিলেন বিকপাক্ষ ) ঘোরতর রণে  
নাশিবে লক্ষ্মণশূর মেঘনাদ শূরে । ”

ক্ষণকাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;—

“দুরন্ত তারকাসুর, সুরকুলপতি,  
 কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি  
 সমরে; কৃত্তিকাকুলবল্লভ সেনানী,  
 পার্শ্বতীর গর্ভে জন্ম লাভিলা তৎকালে ।  
 বধিতে দানবরাজে মাজাইলা বীরে  
 আপনি রথভঞ্জন, স্বজি কদ্রতেজে  
 অস্ত্র । ওই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত  
 সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে  
 আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনামীর,  
 ভয়ঙ্কর তৃণীর, অক্ষর, পূর্ণশরে,  
 বিধাকর ফণীপূর্ণ নাগালোক যথা !  
 ওই দেখ ধনু, দেব !” কহিলা হাসিয়া,  
 হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,  
 “কিছর ইহার কাছে দামের এ ধনু  
 রত্নময় ! দিবাকর পরিধি মেমতি,  
 জ্বলিছে ফলকবর—ধাঁধিয়া নয়ন !  
 অগ্নিশিখা সম অসি মহাতেজস্বর !  
 হেন তৃণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?”  
 “শুন দেব,” ( কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী )  
 “ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে  
 যজ্ঞনন । ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,  
 মেঘনাদমৃত্যু, সত্য কহিছু তোমাতে ।  
 কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,  
 দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে  
 রাবণেরে ।” এরো তুমি অস্ত্র রামানুজে,  
 আপনি যাইব আমি কালি লক্ষ্মণুরে,

রুক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস সংগ্রামে ।

যাও চলি সুরদেশে, সুরদলনিধি ।

ফুলকুলসখী উষা যখন খুলিবে

পূর্ণিংশার টেঁহমদার পদ্মকর দিয়া

কালি, তব চিরত্রাস বীরেন্দ্র কেশরী

ইন্দ্রাজিত ত্রাসহীন করিবে তোমারে—

লক্ষার গজজরবি যাবে অন্তাচলে ! ”

মহানন্দে দেবইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,

অতুলয়ে গেলাচলি ত্রিদশ-আলয়ে ।

বসি দেব সভাতলে কনকআসনে

বাসব, কহিল। শূর চিত্ররথ শূরে;—

“যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,

অর্ঘলক্ষ্যধামে তুমি । সৌমিত্রি কেশরী

মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে

মেঘনাদে । কেমনে তা দিবেন কহিয়া

মহাদেবী মায়ী তারে । কহিও রাঘবে,

হে গঙ্করকুলপতি, ত্রিদিবনিবাসী

মঙ্গলআকাশী তার; পার্বতী আপনি

হরপ্রিয়া, সূত্রসম্ম তারপ্রতি আজি ।

অভয় প্রদান তারে করিও, স্মৃতি !

মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে

রাবণ; লভিবে পুনঃ ঐদেহী সতীরে

ঐদেহীমনোরঞ্জন রঘুকুলমণি ।

মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি

যাও চলি । পাছে তোমা হেরি লক্ষাপুরে,

বাধায় বিবাদ রক্ষ; মেঘদলে আমি

আদেশিব আবরিতে গগন ; ডাকিয়া  
 প্রভঞ্নে, আজ্ঞা দিব ক্ষণ ছাড়ি দিতে  
 বায়ুকুল ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;  
 দন্তোলি গম্ভীর নাদে জগৎ পূরিব । ”

প্রণমি দেবেস্কপদে, যতনে লইয়া  
 অস্ত্র, চলি গেলা মর্ত্যে চিত্ররথ রথী ।

তবে দেবকুলনাথ ডাকি প্রভঞ্নে  
 কহিলা, “ ওলয় ঝড় উঠাও সম্বরে  
 লক্ষ্যপূরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি  
 কারাবদ্ধ বায়ুদল ; লই মেঘদলে ;  
 বৃন্দ ক্ষণকাল বৈরী তব মিত্রসনে  
 নিৰ্য্যোষে ! ” উল্লাসে দেব চলিলা অগনি,  
 তিমির গহ্বরে যথা কদ্ধ বায়ু যত  
 ভীমাক্রুতি । কতদূরে শুনিলা পবন  
 ঘোর কোলাহল ; গিরি ( দেখিলা ) লড়িছে  
 অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন  
 রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে ।  
 শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে ।  
 ছল্‌ছলি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে  
 যথা অম্বুরাশি, যবে তাড়ে আচম্বিতে  
 জাঙাল ! কঁপিল মহী ; গর্জিল জলধি !  
 তুঙ্গশৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ নিকর  
 কল্লোলিল, বায়ুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি !  
 শাইল চৌদিকে মস্ত্রে ভীমূত ; হাসিল  
 ক্ষণপ্রভা ; কড়কড়ে নাদিল দন্তোলি ।  
 পলাইলা তারানাথ তানাদনে লয়ে ।

ছাইল লঙ্কার মেঘ, পাবক উগরি  
রাশি রাশি ; বনে রুক পড়িল উপড়ি  
মড় মড়ে ; মহাবড় বহিল আকাশে ;  
বর্গিল আসার যেন স্রষ্টি ডুবাইতে  
প্রলয়ে । রুকিল শিলা তড়তড়তড়ে ।

পশিল আতঙ্কে রুক : যে সাহার ঘরে ।  
যথা : শিবির ঘান্নে বিরাজেন বলী  
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিল। রথী  
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,  
রাজআভরণ দেহে : শোভে কাটিদেশে  
সারসন, রাশিচক্র সম তেজোরশি,  
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !  
কেমনে বর্ণিবে কণি দেবভূষণ, ধনু,  
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর কিরীটের আভা  
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়ন,  
স্বর্ণীয়সৌরভে দেশ পুরিল সহসা ।

সমস্ত্রমে প্রণমিয়' দেবদূত পদে  
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা ! “ হে ত্রিদিববাসি,  
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোনদেশে সাজে  
এহেন মহিমা, রূপে ?——কেন হেথা ত্যজি,  
নন্দনকানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?  
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?  
তবে যদি রূপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,  
পাশা, অর্ঘ্য লয়ে বসে। এই কুশাসনে ।  
তিথারী রাঘব, হায় ! ” আশীষিয়া রথী  
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সূস্বরে ;—

“চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;  
 চির অনুচর আমি সেবি অহরহঃ  
 দেবেজ্ঞে ; গঙ্ঘর্ষকুল আমার অধীনে ।  
 আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে ।  
 তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ  
 দেবেশ । এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমনি,  
 দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজ্ঞে  
 দেবরাজ । আবির্তাবি মায়া মহাদেবী  
 প্রভাতে, দিবেন কহি কি কোশলে কালি  
 নাশিবেন লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে ।  
 দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমনি ।  
 সুপ্রসন্ন তব প্রীতি আপনি অভয় !”

কহিল রঘুনন্দন ; “আনন্দ সাগরে  
 ভাসিনু, গঙ্ঘর্ষশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !  
 অস্ত্র নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব  
 কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।”

হাসিয়া কহিল দূত ; “শুন, রঘুমনি,  
 দেবপ্রীতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন,  
 ইন্দ্ৰিয়দমন, ঈর্ষ্যপথে সদাগতি ;  
 নিতা সত্যদেবীসেবা । চন্দন, কুমুম,  
 নৈবেদ্য, কৌমিক বস্ত্র আদি বলি যত,  
 অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি  
 অসৎ ! এ সার কথা কহিনু তোমারে !”

প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী  
 চিত্ররথ, দেবরথে, গেলা দেবপুরে ।  
 ধামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিল জলধি ;

হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারানলসহ,  
 হাসিল কনকলক্ষা । তরল সলিলে  
 পশি, কোমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ  
 রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কোতুকে ।  
 আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্রে, শিবা  
 শবহারী ; পালে পালে গুধিনী, শকুনী;  
 পিশাচ । রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ  
 ভীম গ্রহরণ ধারী—মত্ত বীরমদে ।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধেকাব্যে অন্ত্রলাভো নাম  
 দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

---



## তৃতীয় সর্গ ।

প্রমোদউদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী  
 প্রগীলা, পতি বিরহে কাতরা যুবতী ।  
 অশ্রুজলিখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে  
 কভু, বৃজকুঞ্জবনে, হায়রে, সেমনি  
 বৃজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে  
 পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী ।  
 কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ  
 বিরহিণী, শূন্যনীড়ে কপোতী যেম্মতি  
 বিবশা ! কভু বা উঠি উরুগহ্বরে,  
 একদৃষ্টে চাহে বামা দূর লক্ষ্যপানে,  
 অদ্বিরল চক্ষুজল পুঁছিয়া অঁচলে :—  
 নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দির  
 গীতধ্বনি । চারিদিকে সখাদল যত,  
 বিরসবদন, মরি, সুন্দরীর শোকে !  
 কে না জানে ফুলকুল বিরসবদনা,  
 মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?

উতরিল। নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে ।  
 সিহরি প্রগীলা সতী, মৃদুকলস্বরে,  
 বাসন্তী নামেতে সখী বসন্তমৌরভা,  
 তার গলা ধরি কাঁদি, কহিতে লাগিল :—  
 “ওই দেখ, আইল লো তিমির<sup>১</sup>খামিনী,  
 কালভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,  
~~অসম্ভি~~ ! কোথায়, মখি, রক্ষকুলপতি,

অরিন্দম ইঙ্গজিত, এ বিপত্তি কালে ?  
 এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলাই ;  
 কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি ।  
 তুমি যদি পার, সহ্যে, কর লো আমারে । ”

কহিল। বাসলী সখী, বসন্তে যেমতি  
 কুহরে বসন্তসখা,—“ কেমনে কহিব  
 কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?  
 কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি ।  
 ত্বরায় আসিব শূর নাশিয়া রাঘবে ।  
 কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুরশরে  
 অভেদ্য শরীর যাঁহুকে তাঁরে আঁটিবে  
 বিগ্রহে ? আইস মোরা ঘাই কুঞ্জবনে ।  
 সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি  
 ফুলমালা । দোলাইও হাসি প্রিয়গলে  
 সে দাম, বিজয়ীর হৃদয় যেমতি  
 বিজয়পতাকা লোক উড়ায় কোতুকে । ”

এতেক কহিয়া দৌহে গাশিলা কাননে,  
 যথার সরসীসহ খেলিছে কোমুদী,  
 হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;  
 কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে ;  
 শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজীভালে,  
 ( মনিময় সিংহারূপে ) জোনাকের পাতি ;  
 বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা ।

অঁচল ভরিয়া ফুল ফুলিলা হুজনে ।  
 কত যে ফুলের দলে প্রমীলার অঁখি  
 ঝরিল শিশির নীর, কে পারে কহিতে ?

কতদূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,  
মলিনবদনা, মরি, মিহিরবিরহে,  
টুটাইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—  
“তোরা লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,  
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!  
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!  
এ পরাণো দহিছে লো বিচ্ছেদ অনলে!  
যে রবির ছবি পানে চাহি ঝাঁচি আমি  
অহরহ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি।  
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে  
পাইবি সেমতি, সতি, তুই) প্রাণধরে?”

অবচয়ি কুলচয় সে নিকুঞ্জমনে,  
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি,  
কহিলা প্রমীলা মতী. “এইত তুলিনু  
ফুলরাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু, সজনি.  
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,  
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!  
কে বাধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।  
চল, সখি, লকাপুরে যাই মোরা সবে।”

কহিল বাসন্তী সখী; “কেমনে পশিবে  
লকাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য-সাগর—  
সম রাঘবীয়চমু বেড়িছে তাহারে!  
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ অরি ফিরিছে চৌদিকে  
অস্ত্রপানি, দণ্ডপানি দণ্ডধর যথা।”

কহিল দানব বালা প্রমীলা রূপসী!  
‘কি কহিলি, বাসন্তি? পর্কাতগৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী জলধি উদ্দেশে,  
 কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তারগতি?  
 দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুলবধু;  
 রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—  
 আমিকি ডরাই, মখি, ভিখারী রাধবে?  
 পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;  
 দেখিব কেমনে দোরে নিবারে নৃমনি?"

এতক কহিয়া সতী, গজপতিগতি,  
 রোষাবেশে প্রবেশিল। সূবর্ণ মন্দিরে ।

যথা যবে পরম্পদ পার্থ মহারথী,  
 যজ্ঞের তুঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিল।  
 নারীদেশে, দেবদত্ত শংখ নাদে কষি,  
 রণরঙ্গে বীরঙ্গনা সাজিল কোতুকে;—  
 উথলিল চারিদিকে হুমুতিরধনি;  
 বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,  
 উলঙ্গিয়া অসিরানি, কার্ম্মুক টংকারি,  
 আশ্বিনানি ফলকপুঞ্জ! বাক্ বাক্ বাকি  
 কাঞ্চন কঙ্কর বিতা উজ্জলিল পুরী!  
 মন্দুরায় হেযে অশ্ব, উল্লকর্নে শুনি  
 নৃপরের ঝগঝগি, কিস্কিনীর বোলী,  
 ডম্বুর রবে যথা নাচে কালকণী ।  
 বারীমাঝে নাদে গজ প্রবণ বিদরি,  
 গভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি  
 দূরে! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,  
 নিজা তাজি প্রতিধ্বনি জাগিল। অমনি;—  
 সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।

নৃগুণমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,  
 মাজাইয়া শত বাজী বিবিধ মাজনে,  
~~শ্রদ্ধা~~ হইতে আনে অলিন্দের কাছে  
 আনন্দে। চড়িল মোড়া একশত চেড়ী।  
 অশ্বপার্শ্বে কোষে অগ্নি বাজিল ঝঞ্ঝনি।  
 নাচিল শির্ষক চূড়া; ছুলিল কোঁতুকে  
 পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তৃণীরের সাথে;  
 হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা।  
 মৃণাল। হেমিল অশ্ব মগন হরষে,  
 দানবদলনীপাশ্রয়পদযুগ ধরি  
 বক্ষে, বিরূপাক্ষ স্মৃথে নাদেন যেমতি!  
 বাজিল সমরবাদ্য; চমকিল। দিবে  
 অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।

রোষে লাজভয় তাজি মাজে, তেজস্বিনী  
 প্রমীলা। কিরীটছটা কবরী উপরি,  
 হায়রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী শিরে  
 ইস্রাচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,  
~~সৈব~~বীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা।  
 শশীকলা! উল্লকুচ আবরি কবচে  
 সুলোচনা, কটিদেশ যতনে আঁটিল।  
~~বিবিধ~~তনময় স্বর্ণ সারসনে।  
 নিষজের সঙ্গে পৃষ্ঠে ছুলিল কলক,  
 রুবির পরিধি হেম ধাঁধিয়া নয়ন!  
 'বাকব্যক্তি উকদেশে (হায় রে বর্তুল  
 যথা রক্তা বনআভা!) হৈমময় কোষে  
 শোভে খরশান অসি; দীর্ঘশূল করে;

ঝলমলি জ্বলে অগ্নে নানা আভরণ !—  
 সাজিলা দানব বান্ধা, হৈমবতী যথা  
 নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,  
 কিম্বা শত্রু নিশত্রু, উন্মদ বীরমদে ।  
 ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা গভীরে  
 অশ্রুক্রুরা চেড়ীরদ । চড়িলা সুন্দরী  
 বড়বা নামেতে বমী—বাড়বাঘিশিখা !  
 গভীরে অহরে যথা নাদে কাদম্বিনী,  
 উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি  
 সখীরন্দে ; „লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,  
 অরিন্দম ইন্দ্রজিত বন্দীসম এবে ।  
 কেন যে দামীরে ভুলি বিলম্বেন তথা  
 প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ?  
 যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে  
 বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে  
 স্রষ্ট্রশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাজনা, মম ;  
 নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !  
 দানবকুলসম্ভবা আমরা, দানবি ;—  
 দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,  
 দ্বিষতশোণিতনদে নতুবা ভুবিতে !  
 অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে  
 আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে ?  
 চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা ।  
 দেখিব যে রূপ দেখি সূৰ্পনখা পিসী  
 মাতিলা মদনমদে পঞ্চবটীবনে ;  
 দেখিব লক্ষ্মণশূরে ; নাগপাশ দিয়া

হাথি লব বিভীষণ—রক্ষঃকুলাজ্জারে !

ললিব বিপক্ষদল, মাতঙ্গিনী যথা।

মলবন। জোমরা লো বিছাত আকৃতি;

বিছাতের গতি চল পাড়ি অরিমাঝে।” x

নাদিল দানব বাল। হুহুকার রবে,

মাতঙ্গিনীযুথ যথা—মত্ত মধুকালে।

যথা বায়ুসখা সহ দাবানলগতি

ছুর্কার, চলিল। মতী পতির উদ্দেশে।

টলিল কনকলকা, গজ্জিল জলধি;

ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—

কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে

আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নি শখা তেজে

চলিল। প্রমীলা দেবী বামাবল দলে।

কতক্ষণে উতরিল। পশ্চিম দুর্যারে

বিধুমুখী। একবারে শতশংখ ধরি

ধনিল। টংকারি রোষে শত ভীম ধনু,

স্ত্রীরন্দ! কাঁপিল লক্ষা আতঙ্কে; কাঁপিল

মীতঙ্গে নিষাদী। রথে রথী; তুরঙ্গমে

সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে

কুলবধু; বিহঙ্গম কাপিল কুলারে;

পবিত্র গাহরে সিংহ; বনহন্তী বনে;

ডুরিল অতলজলে/জলচর যত!

পবননন্দন হনু ভীষণদর্শন,

রোরে অশ্রুসরি শূর গরজি কহিলা;—

কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে?

জাগে এ দুর্যারে হনু, যার নাম শুনি

ধরধরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !

আপনি জাগেন প্রভু রঘুকুলমণি,

সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,

শত শত বীর আর—দুর্ধর্ষ সমরে ।

কি রঙ্গে অঙ্গনাবেশ ধরিলি, দুর্মতি ?

জানি আমি নিশাচর পরমমায়াবী ।

কিন্তু মায়াবল আমি টুটি বাহুবলে ;—

যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরনে ।”

নৃমুণ্ডমালিনী সখী ( উগ্রচণ্ডা ধনী ! )

কোদণ্ড টংকার রোষে কহিল। হুঙ্কারে ;—

“শীঘ্র ডাকি আন হেথা তোর সীতানাথে,

বর্ধর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !

নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে

ইচ্ছায় । শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?

দিবু ছাড়ি ; প্রাণলয়ে পালা, বনবাসি !

কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,

ডাকু সীতানাথে হেথা, লক্ষণঠাকুরে,

রাক্ষসকুলকলঙ্ক ডাকু বিভীষণে !

অরিন্দম ইন্দ্রজিত্—প্রমীলা সুন্দরী

পত্নী তাঁর ; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে

লক্ষাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী !

কোন মোধ সাধ্য, মৃঢ়, রোধিতে তাঁজারে ?”

প্রবল পবন বলে পবননন্দন

হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিল। সভয়ে

বীরাক্ষণামাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী ।

কণপ্রভাসম বিভা খেলিছে কিরীটে ;



শোভিছে বরাঙ্গে বর্ষ, সৌরঅংশুরাশি,

মণিমাভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি :

প্রিয় মানিয়া হনু ভাবে মনে মনে ;—

“অলঙ্ঘ্য মাংগর লঙ্ঘি, উতরি নু যবে

লঙ্কাপুরে, তম্বকরী হেরি নু ভীমারে,

প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, যুগ্মালী ।

দানবনন্দিনী মন্দোদরীগত যত

রাবণের প্রণয়িনী, দেখি নু তা মবে ।

রক্ষঃকুলবালা দলে, রক্ষঃকুলবধু,

( শর্শীকলা সমরূপে ) ঘোর নিশীকানে,

দেখি নু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে ।

দেখি নু অশোকবনে ( হায় শৌক্যকুলা )

রঘুকুলকমলিনী ;—কিন্তু নাহি হেরি

এ হেন রূপমাধুরী কভু এ ভুবনে !

ধনা বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে

প্রমপাশে বাধা সদা হেন সৌদামিনী ! ”

এতক ভাবিয়া মনে অঞ্জনানন্দন

( অঞ্জন সনে যথা ) কহিলা গভীরে ;—

বন্দীসম শিলাবন্ধে বাধিয়া সিংহুরে,

হে সুন্দরি, প্রভু মম, ববিকুলরবি,

লক্ষ লক্ষ বীরসহ আইলা এ পুরে ।

রক্ষঃরাজ বৈরী তাঁর, তোমরা অবলা,

কহ কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?

নির্ভয় কহয়ে কহ ; হনুমান্ আমি

রঘুদাস ; দয়াসিদ্ধ রঘুকুলনিধি ।

তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, আলোচনে ?

কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ স্বরা করি ;  
কি হেতু আইল। হেথা ? কহ, জানাইব  
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে । ”

উত্তর করিল। সতী,—হায় রে, সে বাণী  
ধ্বনিল হনুত কাণে বীণাবাণী যথ।  
মধুমাথা !—“রঘুবর পতিবৈরী মম ;  
কিন্তু তা বলিল। আমি কভু না বিবাদি  
তঁার সঙ্গে । পতি মম বীরেন্দ্রকেশরী,  
নিজভুজবলে তিনি ভুবনবিভরী ;  
কি কাজ আমার যুঝি তঁার রিপুসহ ?  
অবলা, কুলের শালা, আমার দকলে ,  
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর ; সে বিছাতছটা  
রমে আশি, মরে নর তাহার পরশে ।  
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী ।  
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সঙ্গীপে,  
বিবারণ। হবে রাম ; যাও স্বরা করি । ”

নমু ওমালিনী দূতী, নমু, ওমালিনী  
আকৃতি, পশিয়। ধনী অরিদল মাঝে  
নির্ভয়ে, চলিল। যথা গরুড়মতী তরী,  
তরঙ্গনিকরে রঞ্জে করি অবহেলা,  
অকুল সাগরজলে ভাসে একাকিনী ।  
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া ।  
চমকিল। বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,  
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে  
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে ! হাসিলা ভাগিনী  
মনে মনে । একদৃষ্টে চাহে বীর যত

দড়েরড়ে জয় হবে হয়ে স্থানে স্থানে ।  
 বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটিদেশে ।  
 ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী,  
 জরজরি সর্বজনে কটাক্ষের শরে  
 তীক্ষ্ণতর । শিরোপরি শিখকের চূড়া,  
 চন্দ্রককলাপময়, নাচে কুতূহলে,  
 ধকধকে রত্নাবলী কুচয়ুগ মাঝে  
 পীবর ! ছলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,  
 কামের পতাকা যথা উড়ে মধুকালে ।  
 নবমাতঙ্গিনীগতি চলিল রঙ্গিনী,  
 আলো করি দশদিশ, কোমুদী যেমতি,  
 কুমুদিনীসখী, ঝলে বিমল মলিলে,  
 কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশঙ্কর নায়ে :

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুচড়াঙ্গণি ;  
 করপটে শ্রমিৎ হ লক্ষ্মণ সমুখে,  
 পাশে বিভীষণ মখা, আর বীর যত  
 কন্দকুলসম তেজঃ, ভৈরব মুরতি ।  
 দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,  
 রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুমুম অঞ্জলি  
 আরত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি পূপদামে ;  
 সারি সারি চারিদিকে জ্বলিছে দেউটি ।  
 বিশ্বয়ে চাহেন সবে দেবঅস্ত্রপানে ।  
 কেহ বাঞ্ছানেন বধ ; চর্ম্মবর কেহ,  
 সুবর্ণমণ্ডিত যথা দিবা অবসানে  
 রবির প্রসাদে মেঘ ; তুণীর কেহ বা ;  
 কেহ বর্ম্ম, তেজোরানি ! আপনি স্মৃতি

ধরি ধনুবরে করে কহিল। রাঘব;  
 “ঐদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে  
 বাহুবলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!  
 কেমনে, লক্ষ্মণভাই, নোয়াইবে এরে?”

সহসা নাদিল ঠাট; জয় রাম ধ্বনি  
 উঠিল আকাশদেশে ঘোর কোলাহলে,  
 সাগরকল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,  
 দাশরথি পানে চাহি, কহিল। কেশরী;—  
 “চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।  
 নিশীথে কি উষা আসি উতরিল হেথা?”

বিস্ময়ে চাহিল। তবে শিবির বাহিরে।  
 “ঐরবী রূপিণী বামা” কহিল। নৃমণি,—  
 “দেবী সিং দানবী, মখে, দেখ নিরখিয়া।  
 মারাময় লঙ্কাধাম; পূর্ণ ইন্দ্রজালে;  
 কামরূপী তবাশ্রজ। দেখ ভাল করি;  
 এ কুরুক তব কাছে অবিদিত নহে।  
 শুভক্ষণে, রক্ষাবর, গাইনু তোমারে  
 আমি। তোমা বিনা নিত্র, কে আর রাখিবে  
 এ দুর্বল বলে, কহ, এ বিপত্তিকালে?  
 রামের চিররক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!”

থেন কালে হনুমহ উতরিল। দূতী  
 শিবিরে। প্রণমি বামা কীতাজলিপুট,  
 ছত্রিশ রাগিনী সেন মিলি এক তানে!  
 কহিল। “প্রণমি আমি রাঘবের পদে,  
 আর যত গুরুজনে;—নৃমুণ্ডমালিনী  
 নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরি,

বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্ৰজিতের কামিনী,  
 তাঁর দাসী ।” আশীষিয়া, ধীর দাশরথি  
 সুধিলা; “ কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?  
 বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব  
 তোমার ভবিনী, শুভে? কহ শীঘ্র করি ।”

উত্তরিল ভীমরূপী; “বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,  
 রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;  
 নতুবা ছাড়হ পথ; পাশেবে রূপসী  
 স্বর্ণলঙ্কাগরে আতি পূজিতে পতিরে ।  
 বধেছ অনেক রক্ষ: নিজ ভুজ বলে;  
 রক্ষোবধু মাগে রণ; দেহ রণ তারে.  
 বীরেন্দ্র । রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,  
 সুধিবে সে একাকিনী । ধনুর্দ্বাণ ধর,  
 ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম্মভসি,  
 কিম্বা গদা, মল্ল যুদ্ধে সদা মোরা রত;  
 যথা কচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে ।  
 তব অনুরোধে সতী রোধে সখীদলে,  
 চিত্রবাধিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,  
 মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগপালে ।

এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,  
 প্রকুল কুসুম যথা (শিকারি মণ্ডিত)  
 বৃন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দসমীরণে!  
 উত্তরিল রঘুপতি; “ শুন, সুকেশিনি,  
 বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে ।  
 অরি বম রক্ষ:পতি; তোমরা সকলে  
 কুলধালা; কুলবধু; কোন অপরাধে

ঐবরীভাব আচরিল তোমাদের সাথে ?  
 আনন্দে প্রবেশ লক্ষ্য নিঃশব্দহৃদয়ে ।  
 জনম রামের, রামা রঘুরাজ কুলে  
 বীরেশ্বর; বীরপত্নী তোমার ভবিনী ।  
 কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি, ললনে,  
 তাঁর পতিভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—  
 বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !  
 ধনা ইন্দ্রজিত ! ধনা প্রমীলা সুন্দরী :  
 ভিখারী রামব, দুতি, বিদিত জগতে ;  
 বনবাসী, ধনহীন বিধিবিড়ম্বনে ;  
 কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)  
 দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি ! ”

এতক কহিয়া প্রভু কহিল। হনুমে,  
 “দেখ ছাড়ি পথ, বলি । অতি সাবধানে,  
 শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে ”

প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিল। দূতী ।  
 হাঁসিয়া কহিল। মিত্র বিতীষণ “দেখ,  
 প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,  
 রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব কৌতুক ।  
 না জানি এ বামা দলে কে আঁটে সমরে,  
 ভীমরূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা স্মৃতি—  
 রক্তবীজকুলঅরি ? ” কহিল। রামব,  
 “দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,  
 রক্ষোবর ! যুদ্ধমাধ তাজিনু তখনি !  
 মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, ছেন বাঘিনীরে !  
 চল, মিত্র, দেখি তব জ্যেষ্ঠপুত্রবধু । ”

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,  
 অগ্নিময় দশদিশ ; দেখিলে সম্মুখে  
 রঘুবৈজ্ঞ বিভারশি নিধূম আকাশে,  
 সুবর্ণি বারিদ পুঞ্জ ! শুনিল চমকি  
~~কাদ~~ও ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়াডবড়ি,  
 ছুছকার, কোষেবদ্ধ অমির ঝন্ঝনি ।  
 সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,  
 ঝড়সঙ্গে বহে যেন কাকলীলহরী :  
 উড়িছে গতাঁকা—রত্ন সঙ্কলিত তাভা ;  
 মন্দগতি আনন্দিতে নাচে বাজীরাজী,  
 বোলিছে যুগ্মরাবলী ঘূন ঘূন শোলে ।  
 গিরিচূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় ছুপাশে  
 অটল ; চলিছে বামাদল মধ্যপথে,  
 উপত্যকাপথে যথা মাতঙ্গিনীযুথ,  
 গরজে গুরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি ।

সর্ব্বদাশ্রে উগ্রচণ্ড। নৃগুণমালিনী,  
 ক্লমহয়াক্রান্ত ধনী, ধ্বজদণ্ড করে  
 টেঁহময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,  
 বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ছুতলে  
 অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা  
 আদি শব্দ বাজে মিলি স্রবুর নিকণে !  
 তার পাছে শূলপাণি বীরাসনা মাঝে  
 প্রণীলা, তাবন্ধ দলে শশীকলা যথা !  
 পরাক্রম ভীমা বামা । খেলিছে চৌদিকে  
 রত্ন সজ্জা বিভা কণপ্রভা সম ।  
 অন্তরীক্ষে সঙ্গে সঙ্গে চলে রতিপতি

ধরিয়া কুসুম ধনু, মুহূৰ্ম্মুহু হানি  
 অব্যর্থ কুসুম শর ! সিংহ পৃষ্ঠে যথা  
 মহিষমর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী  
 ইন্দ্রাণী : খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্ররমণী,  
 শোভে বীৰ্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—  
 বড়বা, বামী দৈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে !  
 ধীরে ধীরে, ঠেবরীদলে সেন অবহেলি,  
 চলি গেল বামাতুল । কেহ টংকারিলা  
 শিঞ্জিণী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্ঘিলা অসি ;  
 আত্মাণিলা শূল কেহ ; হাসিলা কেহবা  
 অট্টহাসে টিটকারি ; কেহবা নাদিলা,  
 গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,  
 বীরমদে, কামমদে উন্মাদ ঠেতরবী !

লক্ষ্যকরি রক্ষাবরে, কহিলা রাঘব ;  
 “ কি আশ্চর্য্য, নৈকণেয় ? কভু নাহি দেখি,  
 কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !  
 নিশার স্বপন আজি দেখিহু কি জাগি ?  
 সত্য করি কহ মোরে, মিররছোত্তম ।  
 নাপারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইহু  
 এপ্রপঞ্চ দেখি, সপে ; বঞ্চোনা আমারে ।  
 চিত্ররথরথীমুখে শুনিহু বারউণ,  
 উরিবেন মায়াদেবী দাসের সহায়ে ;  
 পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি  
 লক্ষাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ? ”  
 উত্তরিলা বিভীষণ ; “ নিশার স্বপন  
 নহে এ, ঠেদেহিনাথ, কহিহু তোমারে ।



কালনেমী নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে  
 সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী ।  
 মহাশক্তি অংশে, দেব, জনম বামার  
 মহাশক্তিসমন তেজঃ ? কার সাধ্য আঁটে  
 বিক্রমে এ দানবীরে ? দন্তোলি নিক্ষেপী  
 সহস্রাঙ্গে যে হর্ষাক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,  
 যে রাক্ষসে, রাক্ষসে, রাখে পদতলে  
 বিনোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !  
 জগতের রক্ষা হেতু গড়িল বিধাতা  
 এ নিগড়, যাহে বাধা মেঘনাদ বলী-  
 মদকল কালহন্তী ! যথা বারিধারা  
 নিবারে কাননবেরী ঘোর দাবানলে,  
 নিবারে সত্য সত্য প্রেমহলাপনে  
 এ কালগ্নি । যুনার সুরাগিত জলে  
 ডুবি থাকে কালযগ্নী, দুর্ভাগ্য দংশক !  
 সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,  
 অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ।”

কহিলেন রঘুপতি ; “সত্য যা কহিলে,  
 মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী ।

না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে !  
 দেখিয়াছি ভৃগুরামে, সৃগুমান্ গিরি  
 সম অটল সমরে । কিন্তু শুভক্ষণে  
 তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ধার ধরে !  
 এবেক করিব কহ, রক্ষঃকুলমণি ?  
 সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;  
 কে রাখে এ মৃগপালে ? দেখ হে চাহিয়া,

উথলিছে চারিদিকে ঘোর কোলাহলে  
 হলাহল সহ মিছা ! নীলকণ্ঠ যথা  
 ( নিস্তারিণীমনোহর ) নিস্তারিলে তবে,  
 নিস্তার এ বলে, সাথে, তোমারি রক্ষিত !—  
 ভেবে দেখ মনে শূর, কালসর্গ তেজে  
 তবাশ্রয়, বিযদন্ত তার মহাবলী  
 ইন্দ্রাজিত্ । যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে  
 এ দন্ত, মফল তবে মনোরথ হবে ;  
 নতুবা এসেছি মিছে সাগর বাধিয়া  
 এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিছু তোমারে । ”

কহিল। গৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া  
 ভ্রাতৃপদে ; “ কেন আর ডরিব রাক্ষসে,  
 রঘুপতি ? সুরনাথ মহার বাহ্যার,  
 কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভবনগুপে ?  
 অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে  
 রাবণি । অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে ?  
 অধর্ম-আচারী এই রক্ষকুলপতি ;  
 তার পাপে হতবল হবে রণভূমে  
 মেঘনাদ ; পিতৃপাপে পুত্রের মরণ ।  
 লঙ্কার পঙ্কজ রূপি যাবে অন্ত্যঢলে  
 কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুরবধী ।  
 তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ? ”

উত্তরিল। বিভীষণ : “ সত্য যা কহিলে,  
 হে বীরকৃষ্ণর ! যথা ধর্ম জয় তথা ।  
 নিজ পাপে নজে, হায়, রক্ষকুলপতি !  
 মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর অরি

মেঘনাদ ; কিন্তু ডুবু থাক সাবধানে ।  
 মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;  
 নৃমুণ্ডমালিনী, যথা নৃমুণ্ডমালিনী,  
 রণপ্রিয়া ! কালসিংহী পশে যে বিপিনে,  
 স্তার পাশে বাস মার, সতর্ক সতত —  
 উচিত থাকিতে তার । কখন, কে জানে,  
 আমি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে !  
 নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে । ”

কহিলেন রঘুনি মিত্র বিভীষণে ;  
 “রূপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্যণে লয়ে,  
 ছুয়ারে ছুয়ারে, সখে, দেখ মেলাগণে ;  
 কোথায় কে জাগে ? মহাক্রান্ত আজি মনে  
 বীরবাহু সহ রণে । দেখ চারিদিকে—  
 কি করে অক্ষয় ; কোথা নীল মহাবলী ;  
 কোথ বা সূগ্রীর মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে  
 আপন জাগিব আমি ধনুর্দ্বাণ হাতে । ”  
 “যে আজ্ঞা,” বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে  
 উন্মীলাবিলাসী শূরে । সুরগতি সহ  
 তারকসূদন যেন শোভিলা ছুজনে,  
 কিম্বা ত্রিষাম্পতি সহ ইন্দু সুধানিধি ।—

লঙ্কার কনকদ্বারে উঠিলা সতী  
 প্রমীলা । বাজিল শিঙ্গা, বাজিল ছন্দুতি  
 ঘোররবে ; গজজিল ভীষণ রাক্ষস,  
 প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিমূখ যথা !  
 রোষে বিভূপাঙ্ক রক্ষ : প্রক্লেডন করে ;  
 তালজঙ্ঘা—তালসমদীর্ঘগদাধারী,

ভীমমূর্তি প্রমত্ত ! হেথিল অশ্বাবলী ;  
 নাদে গজ ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;  
 ছুরন্ত কোঁস্তিককুল কুন্ত আশ্ফালিল ;  
 উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে ।  
 অগ্নিগয় আকাশ পূরিল কোলাহলে,  
 যথা যবে ভুকম্পনে, ঘোর বাজুনাদে,  
 উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি স্রোতোরাশি  
 নিশীথে ! অতঃক্বে লক্ষ উঠিল কাপিয় !—

উঠেঃস্বরে কহে চণ্ড। নৃমণ্ডমানিনী ।  
 “ কাহারে হানিস্ অস্ত্র ভীক, এ আদারে ?  
 নহি রক্ষোদিগ্ধ মোরা, রক্ষঃকুলবধ,  
 খুলি চক্ষু দেখা চাহে । ” অহনি জুয়ারী  
 টানিল ভুড়ুক। ধরি হড় হড় হড়ে !  
 বজ্রশব্দে খুলে দ্বার ! পশিলা স্মন্দরী  
 আনন্দে কনকলহা জয় জয় বলে ।

যথা অগ্নিশিখা দেখি পতঙ্গনিকর  
 ধায় রাস্তা, চারিদিকে আইলা ধাইয়া  
 পৌরজন , কুলবধ দিলা তলাতলী,  
 বরষি কুমুনামার ; বস্ত্রধনি করি  
 আনন্দে বন্দিল বন্দী । ঢলিল অঙ্গন  
 আগ্নেয় তবঙ্গ যথা নিবিড় কান্দে ।  
 বাজাইল বীণা, ঝাশী, মুরজ, মন্দিরী,  
 বাদ্যকরী বিদ্যামরী ; হেথি আশ্ফালিল  
 হয়হন্দ ; অগ্নিগল রূপান পিধানৈ ।  
 জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি ।  
 খুলিয়া ধুবাক কত রাক্ষসী যুবতী,

নিরীথিয়া দেখি হবে স্তম্বে বাথানিলা  
 প্রমীলার বীরপণা। কতক্ষণে বামা  
 উত্তরিল। প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—  
 মণিহার। ফণী যেন পাইল সে ধনে !

“ অরিন্দম ইঙ্গাজিহ্ কহিলা কোঁতুকে ;—

“ রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,  
 জাইলা টেকলাসধামে ? যদি আজ, কর,  
 পড়ি পদতলে তবে ; চিরদাম আমি  
 তোমার, চামুণ্ডে ! ” হাসি, কহিল। ললনা  
 “ ও পদপ্রসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী  
 দাসী, কিন্তু মনমথেন, পারি জিনিতে ।  
 অমহেলি শরানলে, বিহুহ অনলে  
 (ভুরুখ) ভরাই মদা ; তেঁই সে আজি  
 নিত্য নিত্য, মন মারে চাহে তাঁর কাছে .  
 পাশিল মাগরে আমি রঙ্গে তরঙ্গিনী । ”

এতক কহিয়া সতী, প্রবেশ মন্দিরে,  
 তাজিল। বীরভূষণ ; পরিল। ছুক্ল  
 রতনমগ অঁচল, অঁদিষ, কাঁচলি  
 পীগন্তনী ; শোণিদেদে ভাতিল মেথল ।  
 জুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী  
 উরমে, কামের বাগা ; গানে তারা গাঁথা  
 মিথি ; কর্ণে কুণ্ডল ; অলকে মণি-আভা !  
 পরি নানা আভরণ মাজিলা রূপসী ।  
 ভাগিলা আনন্দনীরে রঙ্গচূড়ামণি  
 মোনি ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী ।  
 গাইল গায়কদল ; নাচিল নর্তকী ;

বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ আলয়ে  
 যথা ; ভুলি নিজ দুখ, পিঞ্জর গাঝারে,  
 গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,  
 সুধাংশুর অংশুস্পর্শে যথা তম্বুরাশি ।—  
 বহিল বাস স্তানিল মধুর সুস্বনে,  
 যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্তলী মহ,  
 বিরলে করেন কেনি মধু মধুকালে ।  
 হেথা বিভীষণ সহ মৌমিত্রিকেশরী  
 চলিল উত্তর দ্বারে : সুগ্রীব সুমতি  
 জাগেন অগনি তথা বীরদল মাথে,  
 বিকাশচরক যথা—অটল কংক্রামে :  
 পৃথক দুয়ারে নীল, টেতরব মূবতি ,  
 হুথ। নিদ্রাদেবী তথা সাধিছেন তাবে ।  
 দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,  
 ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার সন্ধানে  
 কিম্বা নন্দী শূলপাণি কৈলাস শিখরে ।  
 শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিছে চৌদিকে  
 ধূমশূনা ; নদ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক সেমনি  
 নক্ষত্রমণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভস্থলে ।  
 চারিদ্বারে বীরবৃহ জাগে ; যথা যবে  
 বারিদ প্রসাদে গুটি শাস্ত্রকুল বাজে  
 দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্রপাশে,  
 তাহার উপরে রণী জাগে সাবধানে,  
 খেদাইয়া মৃগসুখে, ভীষণ মহিষে,  
 আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরবৃহ,  
 রাক্ষসকুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে ।

কৃষ্ণমতি দুই জন চলিল। ফিরিয়া  
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।

হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিল। সম্ভাবি  
বিজয়ারে, “লক্ষ্যপানে দেখ লো চাহিয়া,  
বিধুমুখি ! বীরবেশে পশিছে নগরে  
প্রমীলা, সিন্ধিনীদল সঙ্গে বরাঙ্গনা।  
সুবর্ণ কঞ্চক বিভা উঠিছে আকাশে !  
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ারে নৃমণি  
রাসব, মৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ আদি  
বীর যত ! হেন রূপ কার নরলোকে ?  
সাজিন্ এ বেশে আমি নাশিতে দানবে  
মত্যমুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি !  
শিঞ্জিনী আকসি রোমে টঙ্কারিছে বামা  
তুঙ্কারে। বিকট ঠুট বাপিছে চৌদিকে।  
দেখ লো নাচিছে ছুড়া কবরীবন্ধনে।  
তুরঙ্গম আশ্বনিতে উঠিছে পড়িছে  
গৌরাদ্বী, হায় রে মরি, তরঙ্গহিল্লোলে  
কনককমল যেন মানসমরমে !”

উত্তরে বিজয়া মথী ; “সত্য যা কহিলে,  
সেইমত, হেন রূপ কার নরলোকে ?  
জানি আমি বীর্যবতী, পানবনন্দিনী  
প্রমীলা, তোমার দম্পতী ; কিন্তু তাব মনে,  
কি রূপে আপন কথা রাখিব, ভবানি ?  
একাকী জগতজয়ী ইঙ্গাজিত তেজে ;  
তা সহ মিলিল আমি প্রমীলা ; মিলিল  
বাসুসখী আশ্বিনী। সে বায়ুর সহ !

କେମନେ ରକ୍ଷିବେ ରାମେ କହ, କାତାୟନି ?

କେମନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର ନାଶିବେ ରାକ୍ଷସେ ? ”

କ୍ଷଣକାଳ ଚିନ୍ତିତବେ କହିଲା ଶକ୍ତରୀ ;

“ମୁଁ ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ଧରେ ପ୍ରୀତୀଳା ରୂପମୀ,

ବିଜୟେ ; ହରିବ ତେଜଃ କାଳି ତାର ଆମି ।

ରବିଛାଦିକରସ୍ପର୍ଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସେ ଗର୍ଗି,

ଆତ୍ମାହୀନ ହୟ ସେ, ଲୋ, ଦିବ । ଅବସାନେ ;

ତେମତି ନିଶ୍ଚେଜ୍ଞା କାଳି କରିବ ବାମାବେ ।

ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର ନାଶିବେ ସଂଗ୍ରାମେ

ମେଘନାଦେ ! ପତିମହ ଆମିବେ ପ୍ରୀତୀଳା

ଏ ପୁରେ ; ଶିବେର ସେବା କରିବେ ବାବନି ;

ସଖୀ କରି ପ୍ରୀତୀଳାରେ ତୁସିବ ଆମରା । ”

ଏତେକ କହିଲା ସତୀ ଶଶିଳା ଗନ୍ଧିରେ ।

ସ୍ୱପ୍ନପଦେ ନିଦ୍ରାଦେବୀ ଆସିଲା କୈଳାସେ ;

ଲଭିଲା କୈଳାସବାସୀ କୁସୁମଶ୍ୟାମେ

ବିରାମ ; ତବେର ଭାଳେ ନୀପି ଶଶିକଳା,

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିଳ ସୁଖଧାମ ରଞ୍ଜୋମୟ ଡେହେ ।

ଇତି ଶ୍ରୀମେଘନାଦବଧେ କାବ୍ୟେ ସମାଗମୋ ନାମ

ତୃତୀୟଃ ସର୍ଗଃ ।



## চতুর্থ সর্গ ।

নমি আমি, করিগুণক, তব পদাঙ্গুজে,  
 বাল্গীকি ! হে ভারতের শিরচূড়ামণি,  
 তব অঙ্গামী দাস, রাজেন্দ্র সম্মুখে  
 দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে !  
 তব পদাঙ্ক ধ্যান করি দিবানিশি,  
 পশিয়াছে কত যাত্রী যশোর মন্দিরে,  
 সন্নিয়া ভবদম ছুরন্ত শমনে—  
 ভামর ! শ্রীভর্তৃহরি ; মুরী ভবভূতি  
 শ্রীকৃষ্ণ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি  
 ভারতীর কালিদাস—সুন্দরভাষী ;  
 মুরারীমুরলীধ্বনিসদৃশ মুরারি  
 মনোহর ; কীর্তিবাস, কীর্তিবাস করি,  
 বহুভূমি অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেননে,  
 কবিতারসসরসে, রাজহংসকুল  
 সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে ?  
 শাখিব নূতন মালা, তুলিয়া যতনে  
 তব কাব্যোদ্যান ফুল ; ইচ্ছা মাজাইতে  
 বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব  
 ( দীন আমি ! ) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,  
 রত্নাকর ! রূপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে ।—  
 ভাসিছে কনকললা আনন্দের নীরে,  
 সুবর্ণদীপা মিলিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা  
 রত্নহরা ! যবে যবে বাজিছে বাজনা ;

নাচিছে নর্তকীরন্দ, গাইছে স্নুতানে  
 গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,  
 খল খল খল হাসি মধুর অধরে!  
 কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীঘ্রপানে ।  
 দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে;  
 গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;  
 জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে,  
 যথ। মহোৎসবে যবে মাতে পুরবাসী ।  
 রাশি রাশি পুষ্পরক্ষি হইছে চৌদিকে—  
 সৌরভে পুরিয়া পুরী । জাগে লক্ষা আজি  
 নিশীথে; ফিরেন নিদ্রা ছুয়ারে ছুয়ারে,  
 কেহ নাহি মাথে তাঁরে পশিতে তালয়ে,  
 বিরামবরপ্রার্থনে!—“মারিবে বীরেন্দ্র  
 ইন্দ্রজিত কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;  
 সিংহনাদে খেদাইবে শৃগালসদৃশ  
 বৈরীদল সিদ্ধুপারে; আনিবে বাঁধিয়া  
 বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে  
 রাত্ত; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া  
 পুনঃ সে স্ত্রধাংশু ধনে!” আশা, মায়াবিনী,  
 পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,  
 গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—  
 কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আত্মদামলিলে?

একাকিনী শোঁকাকুলা, অশোক কাননে,  
 কাদেন রাঘববাণী আঁধার কুটীরে  
 নীরব! ছরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,  
 ফেরে দূরে মত্ত যবে উৎসবকোতুকে—

হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাখিনী  
 নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !  
 মলিনবদনা দেবী, হায়রে, যেমতি  
 খনির তিমিরগর্ভে ( না পারে পশিতে  
 সৌরকররাশি যথা ) সূর্য্যকাস্ত মণি,  
 কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে !  
 রহিয়' বহিয়া দূরে স্ননিছে পবন,  
 নিশ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিবাদে  
 মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে  
 শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে  
 তরুগূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,  
 কেলিয়াছে খুলি মাজ ! দূরে প্রবাহিনী,  
 উচ্চ বীচিরবে কানি, চলিছে মাগরে,  
 কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ বারতা !  
 না পশে সূদ্যৎশু অংশু মে ঘোর বিপিনে !  
 কোটে কি কমল কভু সমল মলিলে ?  
 তরু ও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্বরূপে !  
 একাকিনী বসি দেবী, প্রভা তাভাময়ী  
 তমোময় ধামে যেন ! হেনকালে তথা  
 সরমা সুন্দরী আসি বসিল কাদিয়া  
 সতীর চরণতলে, সরমাসুন্দরী—  
 রক্ষঃকুল রাজসম্মানী রক্ষোবধূ বেশে !  
 কহিল অশ্রুবশ্বরে ; “ ছরস্তু চেড়ীরা,  
 তোমার ছাড়িয়া দেবি, কিরিছে নগরে,  
 হেনকালে রত সবে আজি নিশাকালে ;

এইকথা শুনি আমি আইনু পৃজিতে  
 পাছুখানি । আনিয়াছি কোটায় ভরিয়া  
 মিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে  
 দিব কোটা । এয়ে তুমি, তোমার কি মাজে  
 এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, ছুটে লক্ষাপতি !  
 কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল  
 ও বরাহ অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ? ”

কোটা খুলি, রক্ষাবধু যত্নে দিল কোটা  
 সীমন্তে; মিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে,  
 গোধূলি ললাটে, আহা ! তার রত্ন যথা !

দিয়া, কোটা, পদধূলি লইলা সরমা ।  
 “ ক্ষম, লক্ষি, ছুঁইনু ও দেব আকাঙ্ক্ষিত  
 তনু; কিন্তু চিরদামী দামী ও চরণে ! ”

এতক कहিয়া পুনঃ বসিল। যুবতী  
 পদতলে; আহা মরি, স্বর্ণ দেউটী  
 তুলসীর মূলে যেন ক্লিল, উজলি  
 দশদিশা ! মৃদুস্বরে कहিলা ঠৈমথলী :—

“ যথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !  
 আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে  
 আভরণ, হবে পাপী আমারে ধরিল  
 বনাশ্রমে । হুড়াইনু পথে সে সকলে,  
 চিহ্নহেতু । সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—  
 এ কনক লক্ষাপুরে—ধীর রঘুনাথে !

মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,  
 যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ? ”

কহিল সরমা; “ দেবি, শুনিয়াছে দামী

তব স্বয়ম্বরকথা তব সুধামুখে ;  
 কেন বা আইলা বনে রঘুকুলগণি ।  
 কহ এবে দয়। করি, কেমনে হরিল  
 তোমা রক্ষোবাজ, সতি ? এই ভিক্ষ। করি,—  
 দাসীর এ তুমি তোমার সুধাবরিষণে !  
 দূরে ছুট চেড়ীদল : এই অবসরে  
 কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি গে কাহিনী ।  
 কি ছলে ছলিল রাগে, ঠাকুর লক্ষ্মণে  
 এ চোর ? কি মায়া করি, রাঘবের ঘরে  
 পশিয়া, করিল চুরি অমূল্য রতন ? ”

যথা গোমুখীর মুখ হইতে স্বপ্ননে  
 বারে পৃথক বানিধারা, কহিল। জ্ঞানকী,  
 মধুরভাষিণী সতী, আদর্শে সজ্জাষি  
 সরসারে,—“ হিতৈষিণী সীতার পরমা  
 তুমি, সখি ! পূর্বকথা শুনিলে যদি  
 ইচ্ছ। তব, কহি আমি, শুন মনঃদিয়া ।—

“ ছিন্ন মোরা, স্নানোচনে, গোদাবরীতীরে,  
 কপোত কপোতী যথা উচ্চরক্ষচূড়ে  
 ঝাধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিন্ন ঘোর বনে,  
 নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবন সম ।  
 সদ। করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি ।  
 দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,  
 পুষ্কর অভাব তার ? যোগাতেন আনি  
 নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া  
 করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীবনাশে  
 মৃত্যু বিরত, সখি, রাঘবেস্ত্র বলী,—

দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !

“ ভুলিহু পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী,  
রঘুকুলবধু আমি ; কিন্তু এ কাননে,  
পাইহু, সরমা মই, পরম পীরিতি !  
কুটীরের চারিদিকে কত সে ফুটিত  
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?  
পঞ্চবটীকানচর মধু নিরবধি !

জাগাত প্রভাতে সোরে কুহরি সুস্বরে —  
পিকরাজ ! কোন রাণী, কহ, শশীমুখি,  
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে  
খোলে আঁখি ? শিখীমুখ, শিখিনী সুখিনী  
নাচিত ছুয়ারে মোর ! নর্তক, নর্তকী,  
এ দৌহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?  
অতিথি আসিত নিত্য করত, করতী,  
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণভঙ্গ কেহ,  
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত.  
যথা বাসবের ধনু যনবরশিরে ;  
অহিংসক জীব যত । সেবিতাম সবে  
নহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,  
মৰুভূমে শ্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,  
আপনি সুজলবতী বারিদপ্রসাদে ।—  
সরসী আরসি মোর ! ভুলি কুবলয়ে,  
( অমূলরতনসম ) পরিতাম কেশে ;  
সাজিতাম ফুল সাজে ; হাসিতেন প্রভু,  
বনদেবী বলি মোরে মস্তাষি কোঁতুকে !  
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?

আর কি এ পোড়া অঁখি এ ছার জনমে  
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে  
রাজীব; নয়নমণি? হে দাকণ বিধি,  
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?”

এতক কহিয়া দেবী কাঁদিল। নীরবে।  
কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রুচরিত্রে।

কতক্ষণে চক্ৰজল মুছি রক্ষোবধু  
সরমা কহিল। সতী সীতার চরণে;—  
“স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি  
পাও, দেবি, থাক তবে; কি কাজ স্মরণে?—  
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে!”

উত্তরিল। প্রিয়দম্বা; ( কাদিয়া যেমতি  
মধুস্বরা! ) “এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,  
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে  
এ জগতে? কহি, শুন পূর্বের কাহিনী।  
বরিষার কালে, মণি, প্লাবনপীড়নে  
কান্তর প্রবাহ, চালে, তীর অতিক্রমি,  
বারিরাশি দুই পাশে; তেমতি সে মনঃ  
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।  
তঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।  
কে আছে সীতার আর এ অরুণপরে?

—পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে  
ছিলাম সুখে। হায়, মণি, কেমনে বর্ণিব  
সে কান্তারকান্তি আমি? সতত স্বপনে  
শুনিলাম বনবীণা বনদেবীকরে;  
মরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কছু

সৌরকররাশিবেশে সুরবাল্য কেলি  
 পদ্মবনে ; কভু সাদ্বী ঋষিবংশবধু  
 সুহাদিনী আসিতেন দাদমীর কুটীরে,  
 সুধাংশুর অংশু যেন অঙ্ককার ধামে !  
 অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)  
 পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,  
 মথীভাবে সম্ভাগিয়া ছায়ায় ; কভু বা  
 বরজ্জিণী মঞ্চে রঞ্জে নাচিতাম বনে,  
 গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধনি !  
 নবলতিকার, মতি, দিতাম বিবাহ  
 তরুমহ ; চুপিতান, মঞ্জরিত যবে  
 দম্পতী, মঞ্জরীরন্দে, আনন্দে সম্ভাগি  
 নাতিনী বলিয়া মবে ! ঙ্গুরিলে আলি,  
 নাতিনীজামাই বলি বরিতাম তারে !  
 কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে  
 নদীতটে , দেখিতাম তরল মলিলে  
 নৃতন গগণ যেন, নব তারাবলী,  
 নব নিশাকান্তকান্তি : কভুবা উঠিয়া  
 পর্বত উপরে, মথি, বসিতাম আমি  
 নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি  
 বিশালরসাল মূলে ! কত যে আদরে  
 ভূষিতেন প্রভু গোরে, বরষি বচন-  
 সুধা, হয়, কব কারে ? কব বা ফেনে ?  
 শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী  
 ব্যোমকেশ, স্বর্গামনে বসি গৌরীসনে,  
 আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা ।



পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;  
 শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,  
 নানা কথা ! এগন ও, এ বিজন বনে,  
 ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—  
 সাজ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,  
 সে সজ্জীত ?” নীরবিলা আয়তলোচনা  
 বিষাদে । কহিলা তবে সরমা স্নন্দরী ;—

“ শুনিলে তোমার কথা, রাঘবরমণি,  
 ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছাকরে, তাজি  
 রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !  
 কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে ।  
 রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে  
 তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে  
 সে কিরণ ; নিশি যবে যার কোন দেশে,  
 মলিন বদন সবে তার সমাগমে !  
 যথা পদার্পণ তুমি কর, বধুমতি,  
 কেন না হইবে সুখী সর্বজন তথা,  
 জগত আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী !  
 কহ, দেবি, কি কৌশলো হরিল তোমারে  
 ঈশ্বরপতি ? শুনিয়াছে বীণাধনি দাসী,  
 পিকবররব নবপল্লব মাঝারে  
 সরস মধুরমাসে ; কিন্তু নাহি শুনি  
 হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !  
 দেখ চেয়ে, নীলাধরে শশী, যার আভা  
 মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি  
 তব বাক্যসুখা, দেবি, দেব সুখানিধি !

নীরব কোকিল এবে আর পাখী বত,  
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে ।  
এ সবার সাধ, সাধি, মিটাও কহিয়া ।”

কহিল রাঘবপ্রিয়া; “এইরূপে, সখি,  
কাটাইনু কতকাল পঞ্চবটীবনে  
সুখে । ননদিনী তব, ছুষ্ঠা সূৰ্পনখা,  
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল পরে !  
শরমে, সরমা মই, শরি লো স্মরিলে  
তার কথা : শিক্ তারে ! নারীকুলকালি ।  
ঢাছিল দারিয়া মোরে দরিতে বাঘিনী  
রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী  
খেদাইল দূরে তারে । আইল ধাইয়া  
রাক্ষস, ভুয়ুল রণ বাজিল কাননে ।  
মতয়ে পাশিনু আমি কুটীর মাঝারে ।  
কোদণ্ড টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,  
কব কারে ? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলিপুটে  
ভাঙিনু দেবতা বত রক্ষিতে রাঘবে !  
আৰ্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে ।  
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে ।

“কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজন  
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে  
রঘুশ্রেষ্ঠ । দুহুস্বরে, (‘হায়লো, যেমতি  
শ্বনে মন্দসমীরণ কুসুম কাননে  
বসন্তে ! ) কহিল কান্ত; ‘উঠ, প্রাণেশ্বর,  
রঘুনন্দনের ধন ! রঘুরাজগৃহ  
আনন্দ । এই কি শয্যা মাজে হে তোমারে,

হেমাঙ্গি ?—সরমা সখি, আর কি শুনিব  
সে মধুর ধনি অ'মি ?” সহসা পড়িল।  
মৃচ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিল সরমা !

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া  
পাখীর ললিত গীত রক্ষশাথে, হানে  
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে  
ছটকটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি  
সহসা পড়িল। সতী সরমার কোলে !

কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা ।  
কহি : সরমা কাদি ; “ ক্ষম দোষ মন,  
টেমথেলি ! এ ক্লেশ আজি দিন অ'কারণে,  
হায়, জ্ঞানহীন আমি ! ” উত্তর করিল।  
মৃদুস্বরে সুকেশিনী রাসববাসনা ;—  
“ কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মন দিয়া,  
কহি পুনঃ পূর্বকথা । মারীচ কি ছলে  
(মকভূমে মরীচিকা, ছলরে যেমতি ! )  
ছলিল, শুনেছ তুমি স্পর্শনখা মূখে ।  
হায়লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভমদে,  
মাগিনু কুরঙ্গ আমি ! ধনুর্বাণ ধরি,  
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে  
রক্ষাইতু রাখি ঘরে । বিদ্যাত আকৃতি  
পালনাইল মায়ামৃগ, কানন উজলি,  
বারণারিগতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—  
হারানু নয়নতারা আমি অভাগিনী ! ”  
“ সহসা শুনিনু, সখি, আত্মনাশ দূরে—  
'কোথারে লক্ষ্মণভাই এ বিপত্তিকালে ?

মরি আমি !’ চমকিল। সৌমিত্রিকেশরী !

চমকি ধরিয়া হাত, করি নু মিনতি ;—

‘ যাও, বীর ; বায়ুগতি পশ এ কাননে ;

দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল

শুনি এ নিনাদ, শ্রাণ ! যাও ত্বর। করি—

ঝুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !’ ”

কহিল। সৌমিত্রি ; ‘ দেবি, কেমনে পালিব

আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে

এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী

রাক্ষস ভ্রমরে হেথা, কে পারে কহিতে ?

কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে

রঘুবংশ অবতংগে এ তিন ডুবনে,

ভৃগুরামগুপ্ত বলে ?’—আবার শুনি নু

অর্ভুনাৎ ; ‘ মরি আমি ! এ বিপত্তিকালে,

কোথারে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?’

ঐধরজ ধরিতে আর নারি নু, স্বজন !

ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহি নু কুক্ষণে ;—

‘ সুমিত্র, শাশুড়ী ঘোর বড় দয়াবতী ;

কে বলে ধরিয়াছিল। গর্ভে তিনি তোরে,

নিষ্ঠুর ? পাবাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা

হিয়া তোরে ! ঘোরবনে নির্দয় বাঘিনী

জন্মদিয়া পালে তোরে, ঝুঝি নু, দুর্মতি !

রে ভীক, রে বীরকুলশ্রানি, যাব আমি,

দেখিব ককণাস্বরে কে স্বরে আমারে

দূরবনে ?’ ক্রোধভরে, আরক্তমননে

বীরমণি, ধরি ধনু, বাঁধিয়া নিমিষে

পুটে তুণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;—  
 ‘মাতৃসম মানি তোমা, জনকনন্দিনি,  
 মাতৃসম! তেঁই সহি এ রূপা গঞ্জনা!  
 যাই আমি। গৃহমধ্যে থাক মাঝখানে।  
 কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;  
 তোমার আদেশে আমি ছাড়িছু তোমারে।’  
 এতক কহিয়। শূর পশিলা কাননে।

“কত যে ভাবিছু আমি বসিয়া বিরলে,  
 প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?  
 বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,  
 কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি যুগশিশু যত,  
 সদাব্যতফলাহারী, করত, করতী  
 আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে  
 চমকি দেখিছু যোগী, ঐবশ্বানর সম  
 তেজস্বী, বিভূতি বৃন্দে, কমণ্ডলু করে,  
 শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি  
 ফুলরাশি মাঝে দুই কালসর্গবেশে,  
 বিমল মালিলে বিষ, তা হলে কি কছু  
 ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?”

“কহিল মায়াবী; ‘ভিক্ষা দেহ, রঘুবধু,  
 অন্নদা এ বনে তুমি!’ ক্ষুধার্ত অতিথে!”

সাবরি বদন আমি ঘোমটার, সখি,  
 করপুটে কহিছু, ‘অজিনামনে বসি,  
 বিশ্রাম লভুন প্রভু তকমূলে, অতি  
 দুরার আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,  
 সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।’ কহিল দুর্মতি—

( প্রতারিতরোষ আমি নারিনু বুঝিতে ! )  
 ‘ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে ।  
 দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্যস্থলে ।  
 অতিথি সেবার তুমি বিরত কি আজি,  
 জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি চালিতে  
 এ কলঙ্ক কালি, তুমি রঘুবধু ? কহ,  
 কি গোঁরবে বৃদ্ধশাপে কর অনহেলা ?  
 দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি ।  
 ছুরন্ত রাক্ষস এবে মীতাকান্তঅরি ;—  
 মোর শাপে —‘লজ্জা ত্যজি, হায়লো স্বজনি,  
 ভিক্ষাদ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—  
 না বুঝে পা দিনু ফাঁদে !’ অমনি ধরিল  
 হামিয়া ভাস্কর তব আমার তথনি !

“একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে  
 ভ্রমিতেছি কাননে ; দূর গুল্মপাশে  
 চরিতেছিল হরিণী । সহসা শুনি  
 ঘোরনাদ ; ভয়াকুলে দেখিনু চাহিয়া  
 ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে !  
 ‘রক্ষ, নাথ,’ বলি আমি পড়িনু চরণে ।  
 শরানলে শূরশ্রেষ্ঠ ভঙ্গিল শার্দূলে  
 মুহূর্ত্তে । যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি  
 বনসুন্দরীরে, মথি । রক্ষঃকুলপতি,  
 সেই শার্দূলের রূপে, ধরিল আমারে !  
 কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,  
 এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তিকালে !  
 পুরিণু কানন আমি হাহাকার রবে ।

শুনিনু ক্রন্দনধ্বনি ; বনদেবী বুঝি  
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিল।  
কিন্তু যথা সে ক্রন্দন ! হতাশনতেজে  
গলে লোহ ; বারিধারা দমে কি তাহারে ?  
অশ্রুবিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?

“দূরে গেল জটাজুট ; কমণ্ডলু দূরে !  
রাজরথী বেশে মৃত আমায় তুলিল  
স্বর্ণরথে । কহিল যে কত দুর্দমতি,  
কছু রোষে গর্জি, কছু স্নমধুরসদে,  
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !

“চালাইল রথ রথী । কালসপর্শস্থখে  
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, স্মৃতগে,  
যথা ! স্বর্ণরথচক্র, ঘর্ঘরি নির্বোধে,  
পুরিল কাননরাজী, হায়, ডুবা ইয়া  
অভাগীর আর্তনাদ ! প্রভঞ্জনবলে  
ত্রস্ত তরুণুল যবে লড়ে মড়মড়ে,  
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?  
কাঁকর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে  
কঙ্কণ, বলয়, হার, মিঁথি, কণ্ঠমালা,  
গুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী, ছড়াইনু গথে ;  
তৈঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু,  
প্রান্তর । দশাননে যথা গঞ্জ তুমি ।”

নীরবিলে শশীমুখি । কহিল সরমা,—  
“এখনও ত্ৰাতুরা এ দাসী, মৈথেলি ;  
দেহ সূধা দান তারে । সফল করিলা  
প্রবণকুহর আজি আমার !” সূস্বরে

পুনঃ আরঙিল। তবে ইন্দুনিভাননা ;—

“শুনিতে লামসা যদি, শুনলো ললনে ।

বৈদেহীর ছুঃখ কথা কে আর শুনিবে ?—

“আনন্দে নিবাদ যথা ধরি কাঁদে পাখী  
যায় যরে, চালাইল রথ লক্ষাপতি ;  
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটকটি  
ভাঙিতে শৃংখল তার, কাঁদিবু, সুন্দরি !

‘হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,  
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা  
ঘোর রবে কহ যথা রঘুচূড়ামণি,  
দেবর লক্ষ্মণ গোর, ভুবনবিজয়ী !  
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূতপদে  
বরিণ তোমায় আমি, যাও স্বরাকরি  
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি  
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে !  
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুলকূলে  
ওজর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেশ্বর বলী,  
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চশব্দে  
সীতার ছুঃখের গীত, তুমি মধুসখা  
কোকিল ! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে !’  
এই রূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল ।

“চলিল কনকরথ ; ঐড়াইয়া অতে  
অভ্রভেদী গিরিচূড়া, বন, নদ, নদী,  
নানাদেশ । অনয়নে দেখেছ, সরমা  
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিরা ?—

“কতক্ষণে সিংহমাস শুনিবু সম্মুখে



ভয়ঙ্কর! ধরধরি আতঙ্কে কাঁপিল  
 কীর্তীরাজী, স্বর্গরথ হইল অস্থির !  
 দেখিছু, মিলিয়া অঁখি, তৈরব মূর্তি  
 গিরিপৃষ্ঠে বীর, সেন প্রলয়ের কালে  
 কালমেঘ! ‘চিনি তোরে’ কহিল গভীরে  
 বীরবর, ‘চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।  
 কোন কলবধু আজি হরিলি, দুর্মতি?  
 কার ঘর অঁধাখিলি, নিবাইয়া এবে  
 প্রেমদীপ? জানি আমি এই ধর্ম তোরা!  
 অস্ত্রীদল অপবাদ বুচাইব আজি  
 বধি তোরে তীক্ষ্ণশরে! অঁয়, মৃদুভক্তি:  
 দিক তোরে, রক্ষোবাজ! নিলজ্জ পামরা  
 নাই আর তোরা সম এ বুদ্ধমণ্ডলে!’

“এতেক কহিয়া, মখি, গর্জিল, শূরেন্দ্র!  
 অচেতন হয়ে আমি পড়িছু স্তম্ভনে!

“পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিছু রয়েছে  
~~হুতলে~~। গগণমার্গে রথে রক্ষোবাজী  
 যুকিছে সে বীরসঙ্গে ছলছল নাদে।  
 অবলারসনা, ধনি, পারে কে বর্ণিতে  
 সে রণ? সত্যে আমি মুদিম্ নয়ন!  
 সাধিছু দেবতাকূলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,  
 ‘সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে’ রাক্ষসে  
 অরি মোর, উদ্ধারিতে বিয়ম শঙ্কটে  
 দাখীরে! উঠিছু ভাবি পশিব বিপিনে,  
 পলাইব দূরদেশে। হায় লো, পড়িছু,  
 আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভুক্সনে!

আরাধিনু বসুধারে—‘এ বিজন দেশে,  
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষস্থলে  
লহ অভাগীরে, সাধি! কেমনে সহিছ  
ছুঃখিনী মেঘের জ্বালা? এস শীঘ্রকরি ।  
ফিরিয়া আসিবে তুচ্চ; হায়, মা, যেমতি  
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,  
পুতি যথা রত্নরাশি রাখে সে গোপনে—  
পরধন! আমি মোরে তরাও, জননি!’

“বাঞ্ছিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;  
কঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরবে!  
অচেতন হৈলু পুনঃ। শুন, লো ললনে,  
মনঃদিয়া শুন, সহি, অপূৰ্ব কাহিনী।——  
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী  
মা আমার! দাসীপাশে আমি দয়াময়ী  
কহিল, লইয়া কোলে, স্নমধুরবাণী;—  
‘বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে  
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে  
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,  
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লক্ষা বিনাশিতে!  
যে কক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুৰ্ম্মতি  
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি  
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!  
জননীৰ জ্বালা দূর করিলি, মৈথেলি!  
ভবিতব্যদ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে।’

“দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভভেদী গিরি;  
পঞ্চজন বীর তথা, নিমগ্ন সকলে

ছুঃখের সলিলে যেন ! হেনকালে আসি  
 উঠিল। রঘুপতি লক্ষ্মণের মাথে ।  
 দ্বিসবদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,  
 উতলা হইলু কত, কত যে কাঁদিবু,  
 কি আর কাঁহিব তার ? বীর পঞ্চজনে  
 পূজিল রাঘবাজে, পূজিল অনুজে ।  
 একত্রে পশিল। মবে সুন্দর নগবে ।

“ মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে  
 রঘুবীর, বসাইলা রাজসিংহাসনে  
 শ্রেষ্ঠ যে পুরুষের পঞ্চজন মাঝে ।  
 ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া  
 লক্ষ লক্ষ বীরসিংহ যোর কোলাহলে ।  
 কাঁপিল বসুধা, সখি, বীরপদভরে !  
 মতয়ে মুদিবু অঁখি । কহিলা হাসিয়া  
 মা আমার, ‘ কারে ভয় করিসু, জানকি ?  
 সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে  
 মিত্রবর । বধিল যে শূরে তোর স্বামী,  
 বাঁচিল। ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে ।  
 কিস্কিন্দা নগর ওই । ইস্রতুলা বলী-  
 রুদ্র চেয়ে দেখে সাজে ।’ দেখিবু চাহিয়া,  
 চলিছে বীরেন্দ্রদল জলস্রোতঃ যথা  
 বরিষায়, লহুকারি ! যোর মড়মড়ে  
 ভাঙিল নিবিড়বন ; শুখাইল নদী ;  
 তর্যকুল বনজীব পালাইল দূরে ;  
 পূরিল জগত, সখি, গভীর নির্যোষে ।  
 উঠিল। সৈন্যদল সাগরের তীরে ।

দেখিছু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে  
 শিলা । শৃঙ্গধরে ধরি, ভীমপরাক্রমে  
 উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত ।  
 বাহিল অপূর্ব সেতু শিম্পীকুল মিলি ।  
 আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,  
 পরিল শৃঙ্খল পায়ে ! অলঙ্ঘ্য মাগর  
 লঙ্ঘি, বীরমদে পার হইল কটক !  
 টলিল এ স্বর্ণপুরী বৈরীপদ চাপে,—  
 ‘জয়, রঘুপতি, জয় !’ ধ্বনিল সকলে !  
 কাঁদিছু হরষে, সখি ! সুবর্ণাম্বরে  
 দেখিছু সুবর্ণামনে বক্ষঃকুলপতি ।  
 আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্মসম  
 বীর এক ; কহিল সে, ‘পূজ রঘুবরে,  
 বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে  
 সবংশে !’ সংসারমদে মত্ত রাঘবরি,  
 পদাঘাত করি তারে কহিল কুবানী ।  
 অভিমানে গেলা চলি সে বীরকুঞ্জ  
 যথা প্রাণনাথ মোর ।”—কহিল সরমা,  
 “হে দেবি, তোমার দুঃখে কত সে দুঃখিত  
 রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?  
 দুজনে আমরা, মতি, কত যে কেঁদেছি  
 ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?”  
 “জানি আমি,” উত্তরিল মৈথেলী রূপসী,—  
 “জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম  
 পরম ! সরমা সখি, তুমিও তেমনি !  
 আছে যে ঝাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,

সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়াগুণে!

কি কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন ।—

“সাজিল রাক্ষসরাক্ষ যুঝিবার আশে;

কাজিল রাক্ষসবাদ্য; উঠিল গগনে

মেনকা, কাপিল মথি, দেখি বীরদলে,

ভেজে ছতানসম, বিক্রমে কেশরী!

কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?

বহিল শোণিতনদী! পর্বত আকারে

দেখিল শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।

আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,

শকুনী, গুধিনী আদি যত মাংসাহারী

বিহঙ্গম, পালে পালে গগনাল; আইল

অসংখ্য কুকুর। লক্ষা পুরিল তৈরবে।

“দেখিলু করুণনাথে পুনঃ সভাতলে,

মলিনবদন এবে, অশ্রুস্রয় আঁগি,

শোকাকুল। মোর রণে রাঘববিক্রমে

লাঘব গরব, মই! কহিল বিষাদে

রক্ষোরাজ, ‘হায়, বিধি, এই কি রে ছিন

তোর মনে? যাও তবে, জাগাও যতনে

শূলীশঙ্কুসম ভাই কুন্তকর্ণম।

কে রাখিবে রক্ষঃকূলে সে যদি না পারে?’

ধাইল রাক্ষসদল; বাজিল বাজনা

ঘোর রোলে; নারীদল দিল ছলাছলি।

বিদ্রাট মুরতিধর পশিল কটকে

রক্তস্রাবধী। ‘প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,

কেনে বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?’

কাটিল তাহার শিরঃ! মরিল অকালে  
জাগি সে ছুরন্ত শূর। জয়রাম ধনি  
শুনি' হরষে, মই! কাঁদিল রাবণ!  
কাঁদিল কনকলঙ্কা হাহাকার রবে!

“চঞ্চল হই'নু, সখি, শুনিয়া চৌদিক  
জন্মন! কহি'নু মায়ে, ধরি পা দুখানি,—  
'রক্ষকুল ছুখে বুক ফাটে, মা, আমার!  
পরে'রে কাতর দেখি মাতত কাতর।  
এ দাসী; ক্ষম মা, মোরে!’ হাসিয়া কহিল।  
বসুধা, ‘লো! যুবধু সত্য যা দেখিলি:  
লওভও করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে  
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মিলিয়া।’

“দেখি'নু, সরমা সখি, সুরবালানলে,  
নানা আভরণ হাতে, মন্দিরের মাল,  
পটবস্ত্র। হাসি তাঁরা বেড়িল আগারে।  
কেহ কহে, ‘উঠ, সতি, হত এত দিনে  
ছুরন্ত রাবণ রণে!’ কেহ কহে ‘উঠ,  
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ঘুরা করি,  
অবগাহ দেহ দেবি, সুবাসিত জলে,  
পর নানা আভরণ। দেবেঙ্গাণী শচী  
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!’

“কহি'নু, সরমা সখি, কঁরপুটে আমি;  
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে  
দাসীর? যাইব আমি যথা কাস্ত মম  
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কান্দালিনী সীতা,  
কান্দালিনীবেশে তারে দেখুন নৃমণি!’

“উত্তরিল। সুরবালা; ‘শুন লো গৈগেথেলি  
 সখি! ধনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে  
 পুত্রকারি রাজহন্তে দান করে দাতা!’  
 “কাহিনী, হাগিয়া, মই, মাজিনু মন্তরে:  
 “হিঁড়ি হুঁড়নায়ে শায় লো, যেমতি  
 কনক উদয়াচল দেব অংশুমালী!  
 পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে  
 পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—  
 সহসা, স্বজন, যথা নিবিলে দেউটী,  
 দোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা  
 আমার,—অধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!  
 হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তৎনি?  
 কি সাদে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?”

নীরবিল। বিদ্যুৎখী, নীরবে যেমতি  
 বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরম  
 (রক্তকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ রূপে)  
 কহিলা; “পাইবে নাথে, জনকনন্দিনি!  
 মত্যা এ স্বপ্ন তব, কহিনু তোমারে’  
 ভাসিছে মলিলে শিলা; পড়েছে মংগ্রামে  
 দেবদৈত্য, নরত্রাস কুস্তকর্ণ বলী;  
 সেবিছেন বিভীষণ জিঘৃষু রঘুনাথে;  
 লক্ষলক্ষ বীরসহ। মরিবে পৌলস্ত্য  
 যথোচিত শান্তি পাই; মজিবে দুর্মতি  
 সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।  
 অসীম লালসা আমার শুনিতে কাহিনী।”  
 আরস্তিলা পুনঃ সতী সুমধুরস্বরে;—

“ মেলি আঁখি, শশীযুথি, দেখিছু সন্মুখে  
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী,  
তুঙ্গশৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !

“ কহিল রাঘবরিপু; ‘ ইন্দীবর আঁখি  
উন্মীলিয়া, দেখ চেয়ে, ইন্দুসি-  
বারণের পরাক্রম ! জগত বিখ্যাত  
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজবলে !  
নিজ দোষে মরে মৃঢ় গকড়নন্দন !

কে কহিল মোর সাপে স্মৃতিতে বর্ষবরে ?’

‘ স্বর্ণকর্ম সাধিবারে মরিচু সংগ্রামে,  
বারণ;’ —কহিল শূর অতি মৃদুস্বরে—

‘ সম্মুখসমরে পড়ি মাই দেবালয়ে ।

কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ বে ভাবিয়া ?

শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে ।

কে তোর রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি শঙ্কটে,

লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারীরতনে !’

“ এতকু কহিয়া বীর নীরব হইলা !

তুলিল আশ্রয় পুনঃ রথে চক্ৰাপতি ।

ক্লতাঞ্জলিপুটে কাঁদি কহিনু, স্বজন,

বীরবরে : ‘ সীতা, নাম, জনক ছুহিতা,

রঘুবধু দাসী, দেব ! শূন্য মরে পেয়ে

আশ্রয়, হরিছে পাণী, কহিও একথা

দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে !’

“ উঠিল গগণে রথ গভীর নিখোঁমে,

শুনিচু তৈরব রব ; দেখিচু সন্মুখে

মাগর নীলোর্মিময় ! বহিছে কলোলে,



অতল, অকূল জল, অবিরাম গতি।  
 কাপ দিয়া জলে, সখি, চাহিলু ডুবিতে;  
 নিবারিল ছুট মোরে : ডাকিলু বারীশে,  
 জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,  
 অবহেলি অভাগীরে ! অনন্তর পথে  
 চলিল কনক রথ মনোরথগতি।

“ অবিলম্বে লক্ষাপুরী শোভিল সমুখে।  
 মাগরের ভালে, সখি, এ কনক পুরী  
 রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি  
 স্ববর্ণগঠিত, তবু বন্দীর নয়নে  
 কনিষ্ঠকরু কি লো শোভে তার আভা ?  
 স্ববর্ণ পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী  
 সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? ছাখিনী মতত  
 যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জবিহারিণী ?  
 কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !  
 কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?  
 রাজার গন্দিরী আমি, রাজকুলবধু,  
 তবু বদ্ধ কারাগারে !”—কাঁদিলা রূপসী,  
 সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।

কক্ষণে চক্ষুজল মুচি আলোচনা  
 সরমা কহিল ; “ দেবি, কে পারে খণ্ডিতে  
 বিধির নির্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিল  
 বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লক্ষাপতি  
 আনিয়াছে হরি তোনা ! সবংশে মরিবে  
 ছুটমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে  
 বীরঘোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবনজয়ী

মোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,  
 শবাহারী জলুকুল ভুঞ্জিছে উল্লাসে  
 শবরাশি ! কাণ দিয়া শুন, ঘরে ঘরে  
 কাঁদিছে বিধবাবধু ! আশু পোহাইবে  
 এ তব দুঃখশরীরী ! ফলিবে, কহিনু,  
 স্বপ্ন ! বিন্যাধরীদল মন্দারের দামে  
 ও বরাদ্দ রঞ্জে আমি আশু সাজাইবে !  
 ভেটিবে রাখবে তুমি, বসুধা কামিনী  
 সরস বসন্তে যথা ঋতুকুলেশ্বরে !  
 ভুলোনা দাসীরে, সাধি ! যত দিন বাঁচি,  
 এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব  
 ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,  
 সরসী হরষে পূজে কোমুদিনী ধনে !  
 বহু ক্লেশ, সুরেশিনি, পাইলে এ দেশে ।  
 কিন্তু নহে দোষী দাসী !” কহিলা সূর্যেরে  
 মৈথিলী ; “সরমা সখি, মম হিতৈষিনী  
 তোমা মম আর কি লো আছে এ জগতে ?  
 মকড়মে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,  
 রক্ষাবধু ! সূর্যাতল ছায়াকরণ ধরি,  
 তপন তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে !  
 মূর্তিমর্তী তুমি আমার নিদ্রায় দেশে !  
 এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনীরূপী  
 এ কালকনকলক্ষাশিরে শিরোমণি ।  
 আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্ক্ষালিনী সীতা  
 তুমি লো মহার্ষ রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে  
 রতন, কহু কি তারে অবসনে, ধনি ? ”

নগিয়া সতীর পদে, কহিল। সরমা;  
 “বিদার দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!  
 না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,  
 রঘুকুলকমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি  
 আমার রাখবদাস; তোমার চরণে  
 আমি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে  
 কষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব শঙ্কটে!”

কহিল। টেমথিনী; “সখি, যাও স্বরাংকরি,  
 নিজালয়ে, শুনি আমি দূর পদধ্বনি,  
 ফিরি বুঝি চেড়ীদল আমিছে এ বনে।”

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেল। ক্রতগামী  
 সরমা রূপকহিলা দেবী, সে বিজন বনে,  
 একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে সেমতি।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

## পঞ্চম সর্গ ।

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ আলয়ে ।

কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত ধামে  
মহেন্দ্রা ; কুমুম শয্যা তাজি, মৌনভাবে  
বসেন ত্রিদিবপতি রত্নসিংহাসনে ;—  
সুবর্ণমন্দিরে স্মৃণু আর দেব যত ।

অতিমানে স্বর্গীশ্বরী কহিলা সুরেশ্বরে :  
“কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে ?  
শয়ন আগারে তবে সেন না করিছ  
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, কণেক নৃদিছে,  
উন্মীলিছে পুনঃ অঁখি, চমকি তরাসে  
মেনকা ! উর্বরশী, দেখ, স্পন্দহীন সেন !  
চিত্রপুত্তলিকাসম ঢাক চিত্রলেখা !  
তব ডরে ডরি দেবী বিরামদায়িনী  
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,  
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,  
কে কোথা জাগিছে বল ? দৈত্যদল আসি  
বসেছে কি থান ; দিয়' স্বর্গের দুয়ারে ? ”

উত্তরিল অমুরারি ; “ভাবিতেছি, দেবি,  
কেমনে লক্ষণ পূর নাশিবে রাক্ষসে ?  
অজেয় জগতে, সতি. বীরেন্দ্র রাবণি ! ”

“পাইয়াছ অস্ত্র, কাল ; ” কহিলা পৌলোমী  
অনন্তযৌবনা, “যাহে বধিলা তারকে  
মহাসুর তারকারি ; তব ভাগ্যবলে,

তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ব্বতী.

দামীর সাধনে সাদ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ  
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী  
ধ্বংসের বিধান কহি দিবেন আপনি;—

তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?”

উত্তরিল। দৈত্যারিগু; “গত্য, বা কহিলে,  
দেবেন্দ্রানি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লক্ষ্যপরে;  
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্যণে  
রক্ষাযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে?  
জানি আমি মহাবলী স্মিতজানন্দন;  
কিন্তু দুস্তী কন্যে, দেবি, আঁটে যুগরাজে?  
দন্তোলি নিষেধি আমি শুনি, স্রবদনে;  
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরশ্বদে;  
বিমানের আমার সদ। বলে সৌদামিনী;  
তবু থরথরি ছিয়া কাঁপে, দেবি, যবে  
নাদে কষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুকারে  
অগ্নিময় শরজাল বসাইয়া চাপে  
মহেষাস! ঐরাবত অস্তির আপনি  
তার ভীম প্রহরনে!” বিষাদে নিশ্বাসি  
নীরবিল। সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে  
(পতিখেদে সতীপ্রাণ কাঁদে রে সতত!)

বসিলা ত্রিদিবদেবী দেবেন্দ্রের পাশে।

উর্ধ্বশী, মেনকা, রক্তা, চাক চিত্রলেখা  
দাঁড়াইল। দ্বারদিকে; সরসে যেমতি  
সুধাকরকরশি বেড়ে নিশাকালে  
নীরবে মুদিত পদ্য! কিম্বা দীপাবলী

অধিকার পিঠতলে শারদ পার্শ্বণে,  
 হর্ষে মগ্ন বদ্ধ যবে পাইয়া মারে  
 চিরবাণী ! মৌনভাবে বসিল দম্পতী ;  
 হেন কালে মায়াদেবী উতরিল তথা ।  
 রতনসম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল  
 দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবিকরজালে  
 মন্দারকাঞ্চনকান্তি নন্দনকাননে !

গমস্ত্রমে প্রণমিল দেব দেবী দৌহে  
 পাদপদ্মে । স্বর্ণাসনে বসিল আশীষি  
 মায়। কুতাঞ্জলি পুষ্টে সুরকুলনিধি  
 সুধিলা, “কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?”

উত্তরিল মায়াময়ী ; “যাই, আদিতেয়,  
 লক্ষাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;  
 রক্ষঃকুল চূড়ামণি চূর্ণিব কোশলে  
 আজি । চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি  
 অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী  
 উষা দেখা দিবে হাসি উদয়শিখরে ;  
 লক্ষার পঙ্কজরবি যাবে অস্তাচলে !  
 নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্যণে,  
 অসুরারি । মায়াজালে বেড়িব রাক্ষসে ।  
 নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব অস্ত্রাঘাতে,  
 অসহায় ( সিংহ যেন আনায় মাঝারে )  
 মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?  
 মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা  
 পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে  
 ভুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে

রঘুমিত্র? পুত্রশোক বিকল, দেবেন্দ্র,  
পশিবে সমরে শূর কৃতান্তসদৃশ  
ভীমবাহু! কার সাধা বিমুখিবে তারে?—  
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু সে কথা।”

উত্তরিল শচীকান্ত নমুচিসূদন;—

“পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রের শরে,  
মহামায়া, সুরসৈন্য সহ কালি আমি  
রক্ষিব লক্ষ্যণে পশি রাক্ষসসংগ্রামে।  
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!  
মার তুমি আগে, মাতঃ মায়াজাল পাতি,  
কর্করুকুলের গর্ভ, দুর্মদ সংগ্রামে,  
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেবকুলপ্রিয়;  
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি.  
তার জনো। যাব আমি আপনি ভূতলে  
কালি, দ্রুত ইন্দ্রদে দক্ষিণ কর্ণরে।”

“উচিত এ কর্ম তব, অদিতিনন্দন  
বজ্রি।” কহিলেন মায়া, “পাইনু পীরিতি  
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,  
যাই আমি লঙ্কায়।” এতক কহিয়া,  
চলি গেলা শক্তীশ্রী আশীষি দৌহারে।  
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আমি।

ইন্দ্রাণীর করপদ্ম ধরিয়া কোঁতুকে,  
প্রবেশিল মহাইন্দ্র পায়ন মন্দিরে—  
সুখালয়! চিত্রলেখ, উর্বশী, মেনকা,  
রক্তা, নিজ গৃহে সবে শিলা সজ্বরে।  
মুখিলা পুর, দ্বারী, রুকন, কিকিণী

আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;  
 শুইলা ফুলশয়নে সৌরকররাশি  
 রূপিণী সুরসুন্দরী । সুস্বনে বহিল  
 পরিমলময় বায়ু, কভু বা আলকে,  
 কভু উচ্চকুচে, কভু ইন্দুমিত্তাননে  
 করি কেলি, মত্ত মথা মধুকর, যবে  
 প্রকুল্লিতমূলে অলি পাংগ বনস্থলে ।

স্বর্গের কনকদ্বারে উতরিলা মায়া  
 মহাদেবী ; সুনিম্নাদে আপনি খুলিল  
 টেঁহমদ্বার । বাহিরিয়া বিশ্ববিমোহিনী,  
 স্বপনদেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—

“ যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে  
 শিবিরে সৌমিত্রি শূর । সুমিত্রার বেশে  
 বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রজ্জিনি,  
 এইকথা ; ‘ উঠ, বৎস, পোহাইল রাত্টি ।  
 লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে  
 শোভে মরৎ ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল  
 স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,  
 তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তিতাবে  
 দানবদমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,  
 বিনাশিবে অনারাসে ছুর্মদ রাক্ষসে,  
 যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।’  
 অদিলস্বে, স্বপ্নদেবি, যাও লঙ্কাপুরে,  
 দেখ, পোহাইছে রাত্টি, বিলম্ব না  
 চলিগেল। স্বপ্নদেবী ; নীলনভ  
 উজলি। খসিয়া যেন পড়িল ছুর্মদ রাক্ষস ।



তার! স্বর উরি যথা শিবির মাঝারে  
 বিরাজে সৌমিত্র শূর, সুমিত্রার বেশে  
 বসি শিরোদেশে তার, কহিলা সুস্বরে  
কুহকিনী; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাত্তি ।  
 লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে  
 শোভে সরঃ, কলে তার চণ্ডীর দেউল  
 স্বর্গময়; স্নান করি মেই সরোবরে,  
 তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ তত্ত্বিতাবে  
 দানবদমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,  
 বিনাশিবে অনায়াসে দুর্মদ রাক্ষসে,  
 যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।”

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে !  
 হায় রে, নয়নজলে ভিজিল অমনি  
 বক্ষস্থল ! “হে জননি,” কহিলা বিবাদে  
 বীরেন্দ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত  
 তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা ছুখানি;  
 পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,  
 মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,  
 কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে  
 হৃদয়! আর কি, দেবি, এ রূপা জনমে  
 “হরিব চরণযুগ?” মুচি অঞ্জনধারা,  
 চলিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জরগমনে  
 যথা ~~বিরাজেন পদে~~ রঘুকুলরাজা ।

চলিলা উত্তরমুখে অঞ্জের পদে;—  
 কতক্ষণে উত্তরি রঘুকুলপতি ।  
 নিঃসীমাহ, সানন্দে, সুমিত্রা জননী  
 নিমিত্ত

কহিলেন; ‘উঠ, বৎস, পোহাইল রাত্রি ।

লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজীমাঝে

শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল

ঘণময়; স্নানকরি সেই সরোবরে,

তুলিয়া বিবিধফুল, পূজ তত্ত্বিতাবে

দানবদমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,

হিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,

যশস্বি! একাকী, বৎস, ঘাইও সর্ব্বনে ।’

এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা ।

কাঁদিয়া ডাকিলু আমি, কিন্তু না পাইলু

উত্তর । কি আজ্ঞা তব, কহ, রহুমনি?’

জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহীবিলাসী;—

“কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে

রাঘবরক্ষণ তুমি বিদিত জগতে ।” ৭

উত্তরিল। রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; “আছে সে কাননে

চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবরকূলে ।

আপনি রাক্ষসনাথ পূজেন সতীরে

সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু

ভয়ে, ভয়করস্থল! শুনেছি ছুয়ারে

আপনি ভ্রমেন শব্দ—ভীম গুলপানি ।

যে পূজে মায়েরে সেথা জরী সে জগতে ।

আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি

প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,

সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব ।”

“রাঘবের আজ্ঞাবর্তী, রক্ষঃকুলোদ্ভব,

এ দাস;” কহিলা বলী লক্ষ্মণ, “দ্যাপি

পাই আজ্ঞা, অনার্যাসে পশিব কাননে !

কৈ রোধিবে গতি মোর ? ” সুমধুরস্বরে

কহিলা রাঘবেশ্বর, ~~কহিলা~~ ~~মে~~ ~~কহে~~ ~~ছে~~

মোর হেতু তুমি, ~~কহিলা~~ ~~মে~~ ~~কথা~~ ~~স্মরিলে~~ ...

না চাহে পরাণমোর আর আয়ামিহ

তোমায় ! কিন্তু কি করি ? কেমনে লাভিব

দৈবের নির্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—

ধর্মবলে মহাবলী ! তায়মীমদূশ

দেবকুল আনুকূলা রক্ষুক তোমারে ! ”

প্রণমি রাঘবপদে, বন্দি বিভীষণে

সৌমিত্রি, রূপাংকরে. যাত্রা করি বলী

নিভয়ে উত্তরদ্বারে চলিলা সঙ্করে !

জাগিছে সুগ্রীবমিত্র বীতিহোত্ররূপী

বীরবলদলে তথা । শুনি পদধ্বনি,

গভীরে কহিলা শূর ; “ কে তুমি ? কি হেতু

মোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্রকরি,

বাঁচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব

শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ ! ” উত্তরিলা হাসি

রামানুজ, “ রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমনি !

রাঘবের চিরদাস আমি ” । অগ্রসরি

সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে ।

মধুরসজ্জায়ে তুমি কিস্কিন্দাপতিরে,

~~কহিলা~~ ~~মে~~ ~~কথা~~ ~~স্মরিলে~~ ...

বাজিল বাঁশরী, বীণা ~~উদ্যান~~ ~~দুয়ারে~~

নগস্বর ; উত্থলিল ~~দেখিলা~~ ~~অদূরে~~

~~চিত~~ ~~দেখিলা~~ ~~অদূরে~~ ~~দীপিছে~~ ~~ললাটে~~

শশীকলা, মহোরগ ললাটে যেমতি  
 মণি ! জটাজুট শিরে ; তাহার মাঝারে  
 জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদনিশাতে  
কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্জে ঘেন !  
বিভূতি ভূষিত অক্ষ ; শাল বৃক্ষসম  
 ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিলা সোমিত্র  
 ভূতনাথে । নিকোষিয়া তেজস্বর অসি,  
 কহিলা বীরকেশরী ; “ দশরথ রথী,  
 রঘুজ অজ অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,  
 তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,  
 চক্ষুচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে  
 প্রবেশি কাননে , নহে দেহ রণ দাসে !  
 সতত অধর্ম কর্মে রত লক্ষাপতি ;  
 তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,  
 বিরূপাক্ষ, আইস, রথা বিলম্ব না সহে !  
 ধর্মে মাফী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;—  
 সত্য যদি ধর্ম, তবে অবশ্য জিনিব ! ”

যথা শুনি বজ্রনাদ, উত্তরে হুকারি  
 গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গভীরে ;  
 “ বাখানি সাহস তোর, শূরচূড়ামনি  
 লক্ষ্যণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?  
 প্রমত্ত প্রমত্তময়ী আজি তোর প্রতি,  
 ভাগ্যধর ! ” ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারে  
 কপর্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌম্য  
 শুনিল। চমকি বীর ঘোর সিংহন  
 কাপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে

চৌদিকে ! আইল ধাই রক্তবর্ণ আঁখি  
 হৃৎক, আক্ষালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি !  
 জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি ।  
 পলাইল মায়াসিংহ, ততানতনে  
 তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চলিলা নিভয়ে  
 ধীমান্ । সহসা মেঘ আবরিলা শশী  
 নিঘোষে । বহিল বায়ু লহকার স্বনে !  
 চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,  
 দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণপ্রভাদানে !  
 কড় কড় কড়ে বজ্জ পড়িল ভূতলে  
 যুহুর্মুহুঃ ! বাহুবলে উপড়িলা তরু  
 প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে !  
 কাঁপিল কনকলঙ্কা, গর্জিল জলধি  
 দূরে, লক্ষ লক্ষ শতখ রণক্ষেত্রে যথা  
 কোদণ্ডটংকার সহ মিশিয়া ঘবরে ।  
 অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী  
 সে রোরবে ! আচরিতে নিবিল দাবায়ি ;  
 থামিল ভুম্বল বাড় ; দেখা দিয়া পুনঃ  
 তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে !  
 কুমুমকুন্তলা নহী হাসিলা কোঁতুকে ।  
 ছুটিল মৌরভ ; মন্দ সমীরে স্বনিলা ।  
 সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা স্মৃতি ।

~~অকস্মেৎ পূর্ণিমা-রাত্র্যক্ষরে~~ নিকণে !  
 বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, ~~মদিকা~~  
 মণ্ডস্বর ; উথলিল সমরবের সহ  
~~বিস্ময়~~ ~~স্বরবর~~ চিত্ত বিমোহিতা !

দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম কাননে,  
 বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন !  
 কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,  
 কোঁমুদী নিশীথে যথা ! ছুকুল, কাঁচলি  
 শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,  
 মানসমরমে, মরি, স্বর্ণ পদ্ম যথা !  
 কেহ তুলে পুষ্পরাশি, অলঙ্কারে কেহ  
 অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে  
 দ্বিরদরদনির্মিত, মুকুতা খচিত  
 কোলধক; ঝক ঝকে হৈমতার তাহে,  
 সজ্জীতরমের ধাম ! কেহ বা নাচিছে  
 সুখময়ী ; কুচছুগ পীরর মাঝারে  
 ছুলিছে রতনমালা, চরণে বাজিছে  
 নূপুর, নিতম্ববিষে কণিছে রশনা !  
 মরে নর কালফণীনশ্বরদংশনে ;—  
 কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী  
 মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে  
 পরাণ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে  
 যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;  
 হায়রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে  
 বাধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,  
 ভুজঙ্গভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া  
 তরুশাখে মধুসুখা ; খেলিছে অদুরে  
 জলযন্ত্র ; সঙ্গীরণ বহিছে কোঁতুকে,  
 পল্লিমল ধন লুটি কুসুম আগারে  
 অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিসমে

গাইল ; “ স্বাগত, ওহে রঘুচূড়ামণি !  
 নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিবনিবাসী !  
 নন্দনকাননে, শূর, সুবর্ণমন্দিরে  
 করি বাস ; করি পান অমৃত সতত,  
 অমরী, স্থিরষৌবনা ! বরিনু তোমারে  
 আশা হবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে ।  
 কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে  
 লভিতে যে সুখভোগ, দিব তা তোমারে,  
 গুণমণি ! রোগ, শোক আদি কীট যত  
 কাটে জীবনের ফুল এ ভবমণ্ডলে,  
 না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি  
 চিরদিন ! ” করপুটে কহিল। সৌমিত্রি,  
 “ হে সুরসুন্দরীরন্দ, ক্ষম এ দামেরে !  
 অগ্রজ আশার রথী বিখ্যাত জগতে  
 রামচন্দ্র, ভার্য্য, তাঁর মৈথিলী ; কাননে  
 একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি  
 রক্ষোনাথ । উদ্ধারিব, যোর যুদ্ধে নাশি  
 রাক্ষস, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম  
 সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !  
 নরকুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি  
 তোমা হবে । ” এতেক কহিয়া মহাবাহু  
 দেখিল। তুলিয়া অঁাখি, বিজন সে বন !  
 কলি গেটছ বামাদল স্বপনে যেমতি,  
 কিবা জলবিদ্য যথা সদা সদোদী-  
 কে বুঝে মায়ার মায়ী এ মায়ী সংসারে ?  
 ধীরে ধীরে পুনঃ বর্লি চলিলা বিন্ময়ে ।

কতক্ষণে শ্রবর হেরিলা অদূরে  
 সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,  
 সুবর্ণ সোপান শত মণ্ডিত রতনে ।  
 দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;  
 পিঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,  
 শংখ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে  
 পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি  
 কুসুমবাসের সহ । পশিয়া মলিলে  
 সুরেন্দ্র, করিলা স্মান ; তুলিলা যতনে  
 নীলোৎপল ; দশদিশ পুরিল মৌরভে ।

প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র কেশরী  
 সৌমিত্রি, পুজিলা বলী সিংহবাহিনীরে  
 যথাবিধি । “হে বরদে” কহিলা মাফোজ্জে  
 প্রণমিয়া রামানুজ, “দেহ বর দাসে !  
 নাশি রক্ষঃশূরে, নাভঃ, এই ভিক্ষা মাগি ।  
 মানবমনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,  
 তুমি যত জান, হায়, মানব রসনা  
 পারে কি কহিতে ভত ? যত সাধ মনে,  
 পূরাও সে সবে, সাধ্বি ! ” গরজিল দূরে  
 মেঘ ; বজ্রনাদে লক্ষা উঠিল কাঁপিয়া  
 মহমা ! ছুলিল, যেন ঘোর ভুকম্পনে,  
 কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !

সম্মুখে লক্ষ্মণবলী দেখিলা কাঞ্চন  
 সিংহাসনে ~~বসিয়া~~ ~~বসিয়া~~ রাশি রাশি  
 ঝাঁঝিল নয়ন ক্ষণ বিজলীঝলকে !  
 অধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে



চৌদিক ! হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ  
 জ্বতে ; দিব্যচক্ৰলাভ করিলা স্মৃতি !  
 নগ্নর স্বরতরঙ্গ বহিল আকাশে ।

কহিলেন মহামায়া ; “ স্মৃৎসম্ম আজি,  
 রে সতীস্মৃতিস্মৃত, দেব দেবী যত  
 তোর প্রতি ! দেবঅস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে  
 বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা  
 সাধিতে তোর এ কার্য শিবের আদেশে ।  
 ধরি দেবঅস্ত্র, বলি, বিত্তীমণে লয়ে,  
 যা চলি নগরমাঝে, যথায় রাবণি,  
 নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে ।  
 সহসা, শার্দূলক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,  
 নান্দ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে  
 অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি আবিব  
 মায়াজালে আমি দৌহে । নির্ভয় হৃদয়ে,  
 যা চলি, রে যশস্বি ! ” প্রণমি শূরমণি  
 মায়া'র চরণতলে, চলিলা সত্ত্বরে  
 যথায় রাঘবশ্রেষ্ঠ । কুজনিল জাগি  
 পাখীকুল ফুলবনে, যজ্ঞীদল যথা  
 মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গলনিকণে !  
 রুষ্টিলাকুসুমরাশি শূরবরশিরে  
 তকরাজী ; সমীরণ বহিলা সূস্বনে ।  
 “ শুভকণে গর্ভে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ,  
 স্মৃতি জন্মনি তোর ! ”—কহিলা আকাশে  
 আকাশসত্ত্ব বাণী,—“ তোর কান্তি গানে  
 ঘুরিবে ত্রিলোক আজি, কহিহু রে তোরে !

দেবের অসাধ্য কৰ্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,  
তুই ! দেবকুল তুল্য অমর হইলি !”  
নীরবিলা সরস্বতী ; কৃজনিল পাখী  
সুমধুরতরঙ্গরে সে নিকুঞ্জবনে ।

কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণমন্দিরে  
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিত, তথা  
পশিল কৃজনধনি সে সুখসদনে ।  
জাগিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জবনগীতে ।  
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি  
রথীন্দ্র, মধুরস্বরে, হায় রে, যেমতি  
নলিনীর কাণে অলি কহে গুঞ্জরিয়া  
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা ( আদরে  
চুপি নিমীলিত আঁখি ) “ ডাকিছে কুজনে,  
হৈমবতী উষা তুমি, রূপনি, তোমারে  
পাখীকুল ! মিল, প্রিয়ে, কমললোচন !  
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি  
সম এ পরাণ, কান্তা ; তুমি রবিছবি ;—  
ভেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন ।  
ভাগ্যহরে ফলোত্তম তুমি হে জগতে  
আমার ! নয়ন তারা ! মহাই রতন ।  
উঠি দেখ, শশীমুখি, কেমনে ফুটিছে,  
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে  
কুসুম !” চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,  
গোপিনীকামিনী যথা বেণুর সুরবে !  
আবরিলা অবয়ব সুচাঁকহাসিনী  
সরমে । কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;—

পোহাইল এতক্ষণে তিমির শরীরী ;  
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,  
জুড়াতে এ চক্ষুদয় ? চল, গিয়ে, এবে  
বিদায় হইব নমি জননীর পদে ।

পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে.  
ভীষণ অশনিসম শর বরিষণে  
রানের সংগ্রামসাধ মিটার সংগ্রামে ।”

সাজিলা রাবণবধু, রাবণনন্দন,  
অতুল জগতে দৌছে ১ বামাকুলোত্তমা  
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !  
শয়নমন্দির হতে বাহিরি দৌছে—  
প্রভাতের তারা যথা অকণের সাথে !  
লজ্জায় মলিনমুখী পালাইল দূরে  
( ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি )  
খদ্যোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;  
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;  
বাজিল রাক্ষস বাদ্য ; নমিল রক্ষক ;  
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগণে !

রতনশিবিকাসনে বসিলা হরষে  
দম্পতী । বহিল যান যানবাহদলে  
মন্ডোদরী মহিষীর সুবর্ণমন্দিরে ।  
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,  
দ্বিরদরদমণ্ডিত, অতুল জগতে ।  
নয়নমনোরঞ্জন যা কিছু স্বজিলা  
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে ছুরারে  
প্রহরিণী, প্রহরণ কালদণ্ড সম

করে; অশ্রুজল কেহ; কেহ বা ভুতলে ।  
 তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে ।  
 বহিছে বাসন্তানিল, অযুতকুমুম-  
 কাননসৌরভবহ । উথলিছে মৃদু  
 বীণাধনি, মনোহর স্বপনে যেমতি ।

প্রবেশিল অরিন্দম, ইন্দুনিতাননা  
 প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণমন্দিরে ।  
 ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া ।  
 কহিল বীরকেশরী; “শুন লো ত্রিজটে,  
 নিকৃষ্টজাতি সাদ্র করি আমি আজি  
 তুমি বাকের সঙ্গে পিতার অদর্শে,  
 নাশিব রাক্ষসরিপু; তেঁই ইচ্ছা করি  
 পূজিতে জননীপদ । যাও বার্তা লয়ে;  
 কহ পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়িয়ে ছুরারে  
 তোমার, হে লক্শ্মণরি !” মাফটাদে প্রণমি,  
 কহিল শরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী !)  
 “শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,  
 যুবরাজ ! তোমার মঙ্গলহেতু তিনি  
 অনিষ্টায়, অনাহারে পূজেন উমেশে !  
 তবসম পুত্র, শূর, কার এ জগতে ?  
 কার বা এ হেন মাতা ?” এতেক কহিয়া  
 সৌদামিনীগতি দূতী ধাইল সম্বরে ।

গাইল গায়িকাদল সুযন্ত্র মিলনে ;—  
 “হে রুদ্রিকে টেঁহমবতি, শক্তিধর তব  
 কার্তিকেয় আমি দেখ তোমার ছুরারে,  
 সঙ্গে সেনা সুলোচনা ! দেখ আমি সুখে,

রোহিণীগঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যার রূপে  
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি!  
ভুবনবিজয়ী শূর ইঞ্জাজিত্ বলী—  
ভুবনমোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!”

বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী নিবালয় হতে।  
প্রণমে দম্পতীপদে। হরষে দুজনে  
কোলে করি, শিরচুম্বি, কাঁদিল। মহিষী!  
হার রে, মারের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে  
তুই, ফুলকুল যথা মৌরভ আগার,  
শক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!

শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদকৌমুদী;  
তারাকিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি  
রাক্ষসকুলঈশ্বরী! অশ্রুবারি ধারা  
শিশির, কপোলপর্নে পড়িয়া শোভিল!

কহিল। বীরেন্দ্র; “দেবি, আশীষ দামেরে  
নিকুন্তলাগজ্ঞ সাক্ষ করি যথাবিধি,  
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!  
শিশুভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে  
পায়র। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?  
দেহ পদধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে  
মির্কিহ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শরজালে  
লঙ্কা! ঝাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে  
রাজক্রোধী! গেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে  
মাগর অতল জলে!” উত্তরিল। রাণী,  
মুছিয়া নয়নজল রতনআচলে;—

“কেমনে বিদায় তোরে করি রে, বাছনি!

আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী  
 আমার ? ছুরন্তরণে সীতাকান্ত বলী ;  
 ছুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ; কালসর্পসম  
 দয়াশূন্য বিতীৰ্ণ ! মত্ত লোভমদে,  
 স্ববন্ধুবান্ধবে মূঢ় নাশে অনারাসে,  
 ক্ষুধায় কাতর বঙ্কু প্রাসয়ে যেমতি  
 অশিশু ! কক্ষণে, বাছা, নিকষ। শাশুড়ী  
 ধরেছিল। গর্ভে ছুষ্টে, কহিনু রে তোরে !  
 এ কনক লক্ষা মোর মজালে দুর্মতি !”

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিল। রথী ;—  
 “ কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে, লক্ষ্মণে,  
 রক্ষোবৈরী ? ছুইবার পিতার আদেশে  
 তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুগ্ধিনু দৌহে।  
 অগ্নিময় শরজালে ! ও পদপ্রসাদে  
 চিরজয়ী দেবদৈত্যনরের সমরে  
 এ দাস ! জানেন তাত বিতীৰ্ণ, দেবি,  
 তবপুত্র পরাক্রম ; দস্তোলি-নিষ্কপী  
 সহস্রাক্ষসহ যত দেবকুলরথী ;  
 পাতালে নাগেন্দ্র ; মর্ত্যে নরেন্দ্র ! কি হেতু  
 মতয় হইলা আজি, কহ, মা আমারে ?  
 কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ? ”

মহাদরে শিরচুষ্টি কহিল। মহিষী ;—  
 “ মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহীপতি,  
 নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !  
 নাগপাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,  
 কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল,

নিশারনে যবে তুই বধিলি রাঘবে  
 সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!  
 শুনেছি মৈথিলীনাথ আদেশিলে, জলে  
 ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!  
 মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,  
 বিদাইব তোরে আমি আবার বুঝিতে  
 তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল  
 কুলক্ষণ সপ্ননখা মায়ের উদরে!”  
 এ কুহিয়া রাণী কাঁদিল নীরবে।  
 কহিল নীরকুঞ্জর; “পূর্বকথা স্মরি,  
 এ রথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!  
 নগর তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,  
 যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!  
 আক্রমিলে হুঁতাশন কে ঘুমায় ঘরে?  
 বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেবদৈত্য নর-  
 ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি  
 দিব কি রাদবে দিতে, আমি, মা, রাবণি  
 ইজ্রাজিত? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,  
 মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত  
 মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,  
 বাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!  
 ওই শুন কুজনিছে বিহঙ্গম বনে।  
 পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইন্দ্ৰদেবে,  
 দুর্ধর্ষ রাক্ষসদলে পশিব সমরে।  
 আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।  
 স্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে

ও পদরাজীবয়ুগ, সমর বিজয়ী !  
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি—  
জলদপ্রতিমস্থানে স্থানিলা কেশরী ।

মুছিয়া নয়ন জল রতনঅঁচলে,  
উত্তরিল লঙ্কেশ্বরী; “সাইবি রে যদি;—  
রাক্ষসকুলরক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে  
রক্ষুন এ কাল রণে ! এই ভিক্ষা করি  
তঁার পদযুগে আমি । কি আর কহিব ?  
নয়নের তারাহারা করি রে খুইলি  
আমায় এ ঘরে তুই :” কাঁদিয়া মিহিনী  
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;  
“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,  
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !  
বহলে তারার করে উদ্ধল ধরনী !”

বন্দি জননীর পদে বিদায় হইলা  
ভীমবাহু । কাঁদি রাণী, পুত্রবধুসহ,  
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে । শিবিকা তাজিয়া,  
পদবজে যুবরাজ চলিলা কাননে—  
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী  
কুসুম বিবৃত পথে, যজ্ঞশাল। মুখে ।

সহসা নূপুরধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে ।  
চিরপরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কাণে  
প্রণয়িনীপদশব্দ ! হাসিলা বীরেন্দ্র,  
সুখে বাহুপাশে বাধি ইন্দীবরাননা  
প্রমীলারে । “হায়, নাথ,” কহিলা সুন্দরী,  
“ভেবেছি নু, যজ্ঞগৃহে যাব তব মাথে ;



সাজাইব বীরসাজে তোমায় । কি করি ?  
 বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী ।  
 রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি  
 পদযুগ ! শুনিয়াছি, শশীকলা নাকি  
 রবিতেছে সমুজ্জ্বলা ; দাসী ও তেমতি,  
 হে রাক্ষসকুলরবি ! তোমার বিহনে,  
 আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে !”  
 হারউরসে নয়ন বর্ষিল  
 উল্লসিতর মুকুতা ! শতদলদলে  
 কিছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে ?

উত্তরিল বীরোত্তম, “এখনি আসিব,  
 বিনাশি রাখবে রণে, লঙ্কাস্থশোভিনি ।  
 যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী—  
 শশীক্লের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী !  
 সজ্জিলা কি বিধি, সাধি, ও কমল আঁখি  
 কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদ্দিছে  
 পয়োবহ ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—  
 ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া  
 উষা, পালাইছে, দেখ, সম্বর গমনে,—  
 দেহ অনুমতি, সতি যাই যজ্ঞাগারে ।”

যথা যবে কুম্বসেনু, ইন্দ্রের আদেশে,  
 রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুম্বণে  
 ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হাররে, তেমতি  
 চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিত বলী,  
 ছাড়িয়া রতিপ্রতিমা গ্রামীলা সতীরে !  
 কলধৌ করিলা যাত্রা মদন; কুলধৌ

করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—  
রাক্ষসকুল-ভরমা, অজের জগতে !  
প্রাক্তনের গতি, হার, কার সাধ্য রোধে ?  
বিলাপিল যথা রতি প্রমীলা সুবতী ।

কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধু,  
হেরিয়া পতির দূরে কহিল। সুস্বরে,  
“জানি আমি কেন তুই গহন কাননে  
ভ্রমিস্, রে গজরাজ ! দেখিয়া ও গতি,  
কি লজ্জার আর তুই মুখ দেখাইবি,  
অভিমানি ? মরু মাঝে তোর রে কে বলে,  
রাক্ষসকুলহর্যাক্ষে হেরে যার আঁখি,  
কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনবাসী ।  
নাশিস্ বারণে তুই ; এ বীরকেশরী  
ভীষ্মপ্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,  
দৈত্যকুলনিত্যঅরি, দেবকুলপতি ! ”

এতক কহিয়া সতী, ক্লতাঞ্জলিপটে,  
আকাশের পানে চাহি আরাধিল। কাঁদি ;  
“প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনি,  
সাথে তোমা, রূপাদৃষ্টি কর লক্ষ্যপানে,  
ক্লপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ রিঅহে !  
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেণে !  
যে ব্রততী সদা, সতি, তুমি আশ্রিত,  
জীবন তাহার জীবে ওই তকরাজে ।  
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উদ্বারে !  
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্মামী তুমি ।  
তোমা বিনা, জগদধে, কে আর রাখিবে ? ”

বহে যথা সমীরণ পরিমলধনে  
 রাজ্যলয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা  
 প্রমীলার আরাধন। কৈলাস সদনে।  
 কাঁপিল। সভয়ে ইন্দ্র ! তা দেখি, মহন।  
 বায়ুবেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা  
 তাহার ! মুছিয়া আঁখি, গেল। চলি সতী,  
 যমুনা পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,  
 বিরহবিদুর। গোপী যায় শূন্যমনে  
 শূন্যলয়ে ! কাঁদি বাম। গশিল। মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধেকাব্যে উদ্যোগো নাম  
 পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

---